বেণীসংহার নাটক।

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক

চলিতভাষায়

অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৩০

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বিষয়ে বেণীসংহার নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন, তাহা বীর করুণারসে পরিপূর্ণ, ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুতরাং এতদ্দেশে সুপাঠ্য-নাটকমধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। এই মনোহর নাটক পাঠ করিলে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি চিত্তপটে অবিকল চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে যেরূপ আনন্দহ্রদে নিমগ্ন হইতে হয় তাহা উক্ত নাটক পাঠকের পরোক্ষ নহে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ বিজ্ঞগণ তাহার রস আস্বাদনে অসমর্থ, এই হেতু আমি বহু পরিশ্রমে চলিত ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম। এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে, স্থান বিশেষে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেশীয় ভাষানুরাগী মহোদয়গণ দৃষ্টিগোচর করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

কলিকাতা

সংস্কৃতকলেজ

২৮ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বেণীসংহার নাটক সম্যক্‌রূপে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত এবার অনেক পরিবর্ত্ত করিলাম এবং তাদৃশ প্রয়োজন নাই বলিয়া আখ্যায়িকাটী পরিত্যাগ করিলাম।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

কলিকাতা

সংস্কৃতকালেজ

২৫ চৈত্র, সংবৎ ১৯৩০।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

যুধিষ্ঠির ... ... পাণ্ডবরাজ।

ভীম
অর্জ্জুন
সহদেব } ... ... ঐ রাজার ভ্রাতৃগণ।

পাঞ্চালক ... ... দূত।

দুর্য্যোধন ... ... কৌরবরাজ।

ধৃতরাষ্ট্র ... ... ঐ রাজার পিতা।

সঞ্জয় ... ... মন্ত্রী।

কর্ণ ... ... সেনাপতি।

অশ্বত্থামা ... ... দুর্য্যোধনের সহাধ্যায়ী মিত্র।

সুন্দরক ... ... ভগ্নদূত।

কৃপাচার্য্য ... অশ্বত্থামার মাতুল।

চার্ব্বাক
রুধিরপ্রিয় } ... রাক্ষস।

কঞ্চুকী ... ... দুই রাজার ২ জন ভৃত্য।

সারথি ... ...

কৃষ্ণ ... ...

দ্রৌপদী ... ... যুধিষ্ঠিরের মহিষী।

ভানুমতী ... ...দুর্য্যোধনের মহিষী।

গান্ধারী ... ...দুর্য্যোধনের মাতা।

দুঃশলা ... ... দুর্য্যোধনের ভগিনী।

মাতা ... ... দুঃশাসার শাশুড়ী।

চেটী
সখী } পরিচারিকা।

রাক্ষসী ... ... রুধিরপ্রিয়ের স্ত্রী।

বেণীসংহার নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

কুরুক্ষেত্রে স্থাপিত শিবির।

চেটীসহ দ্রৌপদী উপবিষ্ট।

চেটী। রাজমহিষি, একি, আপনি আজ অমন বিমনা হয়ে আছেন কেন? আমরা তো কোন অপরাধ টপরাধ করি নাই।

দ্রৌপ। না, তোমরা কি অপরাধ কর্‌বে।

চেটী। তবে বলুন্ না শুনি—বলুন্ আপনার এভাব দেখে অন্তঃকরণ কেমন কচ্চে।

দ্রৌপ। (দীর্ঘনিশ্বাস) কি বল্‌বো বোন্, আমার চেয়ে দুঃখিনী ত্রিসংসারে কে আছে বল দেখি, আমি পাণ্ডবদিগের গৃহিণী হওয়া অবধি যে সকল দুঃখ, যে প্রকার মনস্তাপ, যেরূপ অপমান ভোগ করে এলেম, অন্য কোন অনাথা দরিদ্র পত্নীরও অদৃষ্টে তত দূর ঘটে না। সত্য বটে পঞ্চালাধীশ্বর দ্রুপদ রাজা আমার পিতা,

সুতরাং আমি বীরকন্যা, পাণ্ডবদিগের মহিষী বীরপত্নীও বলতে হবে, অভিমন্যু আমার মহারথী, আমি বীরজননী তারও অন্যথা নাই. কিন্তু দেখ ভাই আমার কোন একটী দুঃখেরও নিবৃত্তি কারু হতে হলো না। পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ আমাকে প্রিয়সখী সম্ভাষণ করেন, এত অনুগ্রহ তাঁর, এখন তিনিও আমার প্রতি বিমুখ। (দীর্ঘনিশ্বাস) হুঁঃ, স্মরণ কর্‌লে এখনো মন কেমন করে! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় দুঃশাসন সভামধ্যে আমার সেই অপমান কর্‌লে—কৈ তারতো কিছুই প্রতিকার হলো না। কেশাকর্ষণে চুলগুলি খুলে গেল, আমি সেই সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম বলি এ নরাধম দুর্য্যোধনের বধ না হলে আর চুল বাঁধ্‌বো না, দেখ ভাই তদবধি এগুলি আমার আর বাঁধা হলো না! একি সামান্য মনস্তাপ।

চেটী। রাজমহিষি, আপনি ব্যাকুল হবেন না, কুমার ভীমসেন আপনার মনোদুঃখ দূর কর্‌বেন।

দ্রৌপ। তাকি হতো না, মহারাজ যে কিছুই কর্‌তে দিলেন না।

চেটী। কেন ?

দ্রৌপ। শোন নাই। হুঁঃ কৃষ্ণ যে দুর্যোধনের সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে গেছেন। তা কৃষ্ণেরই বা দোষ কি—মহারাজ তাঁকে পাঠিয়েছেন।

চেটী। হাঁ শুনেছি, পাঠাউন্ কুমার ভীমসেন কি তা শুন্‌বেন। [নেপথ্যে পদ শব্দ শুনিয়া] দেবি ঐ যে কুমার ভীমসেন এদিগেই আস্‌চেন। ঐ দেখুন অত্যন্ত বিরক্ত ভাব বোধ হয়, সন্ধির কথা শুনে রাগত হয়ে থাক্‌বেন।

দ্রৌপ। আমি ঐ আশায় এখনো আছি, সন্ধির অভিপ্রায় যদি ওঁরও হয় তা হলে আমি আর প্রাণ রাখ্‌বো না। (অধোবদনে রোদন)

(ভীম ও সহদেবের প্রবেশ।)

ভীম। না ভাই, ওকথা তোমার বলা উচিত নয়, তোমার সকল ভাইরে এখন তাদের সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে উদ্যত, এখন তাদের অমঙ্গলের কথা কি তোমার মুখে আন্‌তে আছে ?

সহ। মেজদাদা, কি বলবো, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তো পদে পদেই অপকার করেছে, তা আপনার ভাই হয়ে কি আমরা তাদের ক্ষমা কর্‌তেম, কি করি, রাজা যে কিছু কর্‌তে দিলেন না।

ভীম। রাজা দিলেন না, রাজার কথা কে আর শোনে? যে শুন্‌তে হয় শুনুক, আমি তো আর নই, আমি আজ অবধি স্বতন্ত্র হলেম। কেন হবো না? দুর্য্যোধন বাল্যকালাবধি আমারই সঙ্গে শক্রতা করেছে, রাজার সঙ্গেও করে নাই, কৃষ্ণের সঙ্গেও করে নাই, তোমাদের সঙ্গেও করে নাই, তোমরা সন্ধি কর্‌বে না কেন, করোগে, কিন্তু আমি সন্ধির মধ্যে নই, আমার যে প্রতিজ্ঞা সেই কায।

সহ। আপনি যদি সন্ধি অস্বীকার করেন তা হলে গুরু যে মনোদুঃখ কর্‌বেন।

ভীম। (সবৈলক্ষণ্য হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, গুরু কি মনোদুঃখ কর্‌তে জানেন? তিনি সভা মধ্যে দ্রৌপদীর সেই অপমাননা স্বচক্ষে দেখে-ছিলেন তাতে তাঁর মনোদুঃখ হয় নাই, আমরা দ্বাদশ বর্ষ বাকল পরে বনে বাস কর্‌লেম, বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসে অযোগ্য কুৎসিত কর্ম্মে নিযুক্ত থেকে লুকিয়ে রৈলাম, এতে গুরু মনোদুঃখ করেন নাই, এখন সন্ধি স্বীকার না করিলেই মনোদুঃখ কর্‌বেন? করুন্, তুমি যাও রাজার নিকটে গিয়া বলো।

সহ। কি বল্‌বো।

ভীম। বলোগে ভীম কোন কথাই শুন্‌বে না, তাতে লোকেই নিন্দা করুক আর তার ভাই-দেরই অসন্তোষ জন্মুক—আজ কে কার এক-দিনের জন্যে তিনিও যেন ভীমের গুরু নন ভীমও যেন তাঁর শিষ্য নয়, ভীম আজই এই গদাপ্রহারে সমস্ত কুরুকুল নির্ম্মূল কর্‌ব।

সহ। এই আসন আছে আপনি একটু বসুন।

ভীম। (বসিয়া) ভাল সহদেব আমাদের কৃষ্ণ দুর্যোধনের নিকটে কিরূপ সন্ধির প্রস্তাব কর্‌তে গেছেন হাঁ?

সহ। পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা।

ভীম। (সক্রোধে) কি প্রার্থনা! রাজাকি এমন নিস্তেজ হয়েছেন? শুনে অন্তঃকরণ যে কেমন করে। রাজা পাশাখেলায় ক্ষত্রিয়তেজ পর্য্যন্তও হেরেছেন! বলো কি? না ভাই তুমিও যেন আমাকে একথা বলো নাই আমিও যেন শুনি নাই এই পর্য্যন্তই ভাল।

সহ। (দেখিয়া স্বগত) একি দ্রৌপদী যে অত্যন্ত ম্লান বদনে রয়েছেন তবেই তো বিভ্রাট্ দ্রৌপদীর নয়নে জলধারা দেখ্‌লে বর্ষাকাল উপস্থিত হলে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় তেমনি এঁর ক্রোধানল আরো প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে।

ভীম। হায় কি বল্‌বো, মহারাজ পাশা খেলায় ক্ষত্রিয় তেজ পর্য্যন্তও হেরেছেন!।

চেটী। (জনান্তিকে) ঐ দেখুন, সন্ধির কথা শুনে কুমার রাগতই হয়েছেন।

দ্রৌপ। (জনান্তিকে) তা যদি হয় তা হলে আমাকে যে আদর কচ্যেন না— আমার সঙ্গে কথা কচ্যেন না তাতেও আমার দুঃখ নাই!

ভীম। কি পাঁচখানি গ্রামের নিমিত্ত কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি? রাজা ঠাউরেছেন কি, আমার কিছুই করা হবে না, আমি কুরুকুল নির্ম্মূল কর্‌বো না, দুঃশাসনের রক্ত পান কর্‌তে পাবো না, দুর্য্যোধনের ঊরু চূর্ণ কর্‌তে পার্‌বো না, তোমাদের রাজা কিছু পেয়েই সন্ধি কর্‌বেন হাঁ।

দ্রৌপ। (স্বগত) আঃ কথা শুনেও কাণ জুড়ালো।

সহ। বলি মহারাজ কৃষ্ণদ্বারা যা বলে পাঠিয়েছেন আপনি যে মনোযোগ করে শুন্‌চেন না কেবল ক্রোধই কচ্যেন।

ভীম। মনোযোগ আবার কি।

সহ। যা বলে পাঠিয়েছেন।

ভীম। কাকে বলে পাঠিয়েছেন।

সহ। দুর্য্যোধনকে বলে পাঠিয়েছেন।

ভীম। কি বলে পাঠিয়েছেন।

সহ। বলে পাঠিয়েছেন ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি প্রধান পাঁচগ্রাম যদি ছেড়ে দেও তবে সন্ধি করা যায়।

ভীম। (সভ্রূভঙ্গে) তা হলেই কি হলো?

সহ। তা হলে জ্ঞাতিবিনাশে আমাদের ইচ্ছা নাই একথা লোক সমাজে প্রকাশ হলো। আর সন্ধিও করা হলো।

ভীম। ওকথা কোন কার্য্যেরই নয়। কৌরবেরা কি সন্ধির যোগ্য—যে তাদের সঙ্গে সন্ধি করা যাবে? সন্ধি যে করা হবে না যখন বনে যাই তখনি তা স্থির করা হয়ে গেছে। আর ধৃতরাষ্ট্রের কুলক্ষয় কর্‌লে লোক সমাজে কি তোমারা মুখ দেখাতে পারবে না? ওরে মূর্খ শত্রু বিনাশ করাই লজ্জাকর বুঝেছিস—সভা মধ্যে স্ত্রীর কেশাকর্ষণ করে আনা উলঙ্গ করা এ তোদের লজ্জাকর নয়? তা সে যাই হৌক এখন দ্রৌপদী কোথায় একবার দেখা হলেই যে বলে যুদ্ধে যাই।

সহ। তিনি ঐ যে আপনার সম্মুখে আছেন আপনি ক্রোধে দেখ্‌তেছেন না।

ভীম। (দেখিয়া) প্রিয়ে সন্ধির প্রস্তাব শুনে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, তুমি

এখানে আছ অনুভব করি নাই, অভিমান করো না।

দ্রৌপ। নাথ তোমরা শত্রুকে ক্ষমা কর্‌লেই আমার অভিমান হয় আর কিছুতেই হয় না।

ভীম। তবে জেনো আজি তোমার মনোদুঃখ আমি দূর করেছি। (পার্শ্বে বসিয়া মুখ দর্শন) কেন প্রিয়ে তোমাকে আজ যেন অতি বিমনা দেখ্‌চি যে?

দ্রৌপ। না বিমনা এমন কি।

ভীম। বোঝা গেছে বল্‌লে না, আর বল্‌বেই বা কি? (কেশে হস্ত প্রদান) পাণ্ডবেরা জীবিত থাক্‌তে যে তোমার এই দশা ঘটেছে এতেই বলা হয়েছে।

দ্রৌপ। (চেটীর প্রতি) সেই কথাটা একবার ওঁকে শোনাও, আমার অপমানে আর কার দুঃখ হবে।

চেটী। হাঁ বলি। কুমার আজ দেবীর বড় অপমান হয়েছে।

ভীম। আবার অপমান? কি বল দেখি শুনি, কে অপমান করেছে? কে এই কুরুবন-দাবানলে পতঙ্গের ন্যায় পড়েছে বলো ত।

চেটী। শুনুন্ বলি। আজ দেবী আর্য্যা গান্ধারীকে

প্রণাম কর্‌তে গেছিলেন।

ভীম। তার পর।

চেটী। আসবার সময় ভানুমতীর সঙ্গে দেখা হলো। সে দেবীকে দেখে হেসে হেসে অহঙ্কারে আপনার সখীর প্রতি চেয়ে বল্‌লে।

ভীম। আঃ কি পাপ, শত্রুস্ত্রী সে আবার বিদ্রূপ করলে? অঁা বলো কি! কি বল্যে?

চেটী। বল্‌লে "অলো দ্রৌপদি শুন্‌চি তোর ভাতারেরা পাঁচখানি গ্রাম চাচ্যে তবে তোর চূল এখনো খোলা কেন।"

ভীম। সহদেব শুন্‌লে?

সহ। আজ্ঞে শোনাই আছে, সেওতো দুর্য্যোধনের স্ত্রী, না হবে কেন, মধুরলতা যদি বিষবৃক্ষে আশ্রয় করে তবে তারও মারাত্মক-শক্তি জন্মে।

ভীম। দেবী তার কি উত্তর দিলেন।

চেটী। কেন দেবী, তার সঙ্গে কথা কবেন কেন? আমরা কি কেউ সঙ্গে ছিলেম না?।

ভীম। তুমি কি বল্যে?

চেটী। আমি বললেম আগে তোমাদের চুল খোলা হোক তার পর দেবী চুল বাঁদবেন।

ভীম। (সপরিতোষে) হাঁ বেশ বলেছ, না হবে

কেন আমাদের পরিবার কি না। (আসন হইতে উঠিয়া) প্রিয়ে আর মনোদুঃখ করো না। আমার প্রতিজ্ঞা—আমি এই প্রচণ্ড যম-দণ্ড তুল্য গদার প্রহারে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে নিধন করে্য তারি রক্ত হাতে মেখে এসে তোমার এই কেশ বন্ধন করে দিব।

দ্রৌপ। তা তুমি মনে কর্‌লে কি না হয়, এখন তোমার ভাইদের অনুগ্রহ হলে হয়।

[সত্বর কঞ্চুকীর প্রবেশ]

কঞ্চু। (সসম্ভ্রমে) ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ। [সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া উঠিল]

ভীম। কৈ কৈ তিনি কোথায়।

কঞ্চু। তিনি দুর্য্যোধনের শিবিরে সন্ধি কর্‌তে গিছিলেন তা দুর্য্যোধন তাঁকে পাণ্ডবের পক্ষ বোধে বন্ধন কর্‌তে উদ্যত হয়েছে।

ভীম। কি বেধেঁছে?

কঞ্চু। না বাঁধ্‌তে পারে নাই তিনি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করে সিংহনাদ ধ্বনি করাতে কৌরবেরা সকলে মূর্চ্ছাপন্ন হলো দেখে আমাদের শিবিরে এসেছেন আপনি গিয়ে সাক্ষাৎ করুন্।

ভীম। (হাস্য করিয়া) দুর্য্যোধন ভগবান্‌কেও বন্ধন কর্‌তে ইচ্ছা করে! (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)

অরে দুরাত্মা কুলাঙ্গার তুই আপনার দোষেই আপন কুল নির্ম্মূল কর্‌লি, পাণ্ডবদের ক্রোধ কেবল নিমিত্ত মাত্র হলো।

সহ। ভগবান্ কৃষ্ণ যে কে তা কি সে দুরাত্মা জানে না?

ভীম। সে কি করে জান্‌বে ভাই, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ অজ্ঞানান্ধকার দূর হলে যোগদৃষ্টিদ্বারা যে বস্তু দর্শন করেন, সেই পরম পদার্থ পুরুষোত্তমকে কি দুরাত্মা মূর্খ দুর্য্যোধন জানতে পারে? সে যা হৌক। (কঞ্চুকীর প্রতি) কেমন হে এখন তোমাদের রাজা কি স্থির করলেন—আর সন্ধির মানস রাখেন?

কঞ্চু। আপনিই গিয়ে শুনুন্।

(নেপথ্যে ভেরীঘোষণা)

ওহে সেনাপতিসকল, শোন তোমরা, পূর্ব্বে সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধ জন্মে ছিল, পাছে সত্যব্রত ভঙ্গ হয় এই ভয়ে তা এত দিন প্রকাশ পায় নাই, বরং কুলক্ষয় ভয়ে সন্ধি পর্য্যন্তও স্বীকার করো যা শাম্য কর্‌বার ইচ্ছা ছিল সেই ক্রোধানল আজ কৃষ্ণের অপমানে একেবারেই প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে।

ভীম। (আহ্লাদে) উঠুক উঠুক মহারাজের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌লেই ভাল হয়।

(পুনর্ব্বার ভেরী ঘোষণা)

দ্রৌপ। নাথ! ক্ষণে ক্ষণে এমন শব্দ হচ্যে কেন?

ভীম। প্রিয়ে জানো না যজ্ঞ উপস্থিত।

দ্রৌপ। এখন আবার কি যজ্ঞ হবে।

ভীম। এ'যে রণযজ্ঞ, তুমি এই রণযজ্ঞের জন্য সংযম করে আছ, আমাদের মহারাজ এই যজ্ঞ করবেন, আমরা চারি ভাই এতে হোতা হবো, কৃষ্ণ উপদেষ্টা থাকবেন, কৌরবেরা পশু হবে, আমরা তাদের বলি দিব, এই যজ্ঞের ফলে তোমার অপমান জন্য দুঃখের শান্তি হবে, তা এই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ কর্‌তে ভেরী ঘোষণা হচ্যে।

সহ। তবে মহাশয় আমি যাই, গুরুজনের আজ্ঞা লয়ে যুদ্ধের আয়োজন করিগে।

ভীম। হাঁ চলো ভাই আমিও যাই। (দ্রৌপদীর প্রতি) দেবি, আমরা কুরুকুল ক্ষয় কর্‌তে যাই তবে।

দ্রৌপ। ইন্দ্র যেমন অসুরগণের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তোমরাও সেইরূপ জয়ী হও।

চেটী। দেবী আরও বল্‌চেন তোমরা যুদ্ধে

থেকে এসে আমাকে আবার আশ্বাস দিও।

ভীম। আর মিথ্যা আশ্বাসে ফল কি, যদি ভীম সকল শত্রু ক্ষয় না করতে পারে তবে আর ফিরে আসবে না।

দ্রৌপ। না না নাথ! অমন কথা বলো না, দ্রৌপদীর অপমান মনে ভেবে বড় রাগ করে যেন আপনার শরীরের প্রতি তাচ্ছল্য করো না। যুদ্ধস্থল অতি ভয়ানক সাবধানে যুদ্ধ করো।

ভীম। প্রিয়ে ভয় কি, তুমি ক্ষত্রিয়কন্যা হয়ে কি— কথা বল্‌চো? যুদ্ধস্বরূপ সমুদ্র দুস্তর বটে কিন্তু পাণ্ডবেরা তা উত্তীর্ণ হতে অনায়াসেই পারবে, তায় ভয় নাই আমরা চল্‌লেম।

(সকলের প্রস্থান]

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পুষ্পোদ্যান।

[সখীসহ ভানুমতীর পুষ্পচয়ন]

সখী। দেবি এ কি, তুমি রাজা দুর্য্যোধনের মহিষী হয়ে একটা সামান্য স্বপ্নের নিমিত্ত এত উতলা হয়েছ ? ভয় কি ? স্বপ্নে কে কি না দেখে, কে কি না বলে।

ভানু। না ভাই স্বপ্ন সামান্য নয়।

সখী। তা বলনা শুনি, কি স্বপ্ন দেখেছ। যদি দুঃস্বপ্ন হয়, তা হলে তোমাকে আবার তাই শোনাই, ধর্ম্মের প্রশংসা করি, দূর্ব্বা হাতে করে নিই, নিয়ে দেবতার নাম করি, এই সকল করলেই দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হবে।

ভানু। তবে বলি শোন। স্বপ্নে দেখলেম প্রমদবনের মধ্যে এসে একটী নকুল একশটী সাপ মেরে ফেল্‌লে।

সখী। (সভয়ে স্বগত] সে কি ? কি অমঙ্গল কি অমঙ্গল। (প্রকাশে) তার পর।

ভানু। সখি আমার বড় ভয় হয়েছে তাতেই ভুলে যাচ্চি বিলম্ব কর স্মরণ করি (চিন্তা)

(কিঞ্চিদন্তরে কঞ্চুকীসহ দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। লোকে বলে গোপনেই হৌক সাক্ষাতেই হৌক, বড়ই হৌক ছোটই হৌক শত্রুপক্ষের অপকার হলেই আহ্লাদ, যথার্থ কথা, দেখ বিনয়ন্ধর, আজ কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতি আমার প্রধান সেনাপতি সকল অভিমন্যুকে বধ করে এসেছে শুনে আমার যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে তা বলা যায় না।

কঞ্চু। মহারাজ এতে কর্ণেরই বা প্রশংসা কি জয়দ্রথেরই বা প্রশংসা কি ?

দুর্য্যো। কেন, সে একা, বালক, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন, তারা অনেকে মিলে মেরে ফেলেছে, তাই বল্‌চো নাকি ? তা ভীষ্মকেও তো ওরা কৌশলে জয় করেছে, সুতরাং ভীষ্ম জয়ে ওদের যেরূপ শ্লাঘা, অভিমন্যু বধেও আমাদের সেইরূপ শ্লাঘা।

কঞ্চু। না মহারাজ, আমি তা বল্‌চিনে, বলি মহারাজের প্রভাবেই সকল শত্রু ক্ষয় হবে তাই বল্‌চি।

দুর্য্যো। তাই বলো। যা হউক পাণ্ডবেরা বন্ধুবান্ধব

পুত্রমিত্রাদির সহিত দুর্য্যোধনকে শীঘ্রই সংহার কর্‌বে।

কঞ্চু। (করে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) সেকি সেকি আপনি, এমন কথা কেন বল্‌লেন?

দুর্য্যো। আমি কি বল্‌লেম।

কঞ্চু। আপনি বল্‌লেন "পাণ্ডবেরা বন্ধুবান্ধব পুত্রমিত্রাদির সহিত দুর্য্যোধনকে শীঘ্রই সংহার কর্‌বে" কেন এমন অমঙ্গলের কথা আপনি মুখে আন্‌লেন?

দুর্য্যো। তাই তো হাঁ, কেন এমন কথাটা হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরুলো? বিনয়ন্ধর, আজি প্রাতেই ভানুমতী উঠে আমাকে না বলে এসেছেন বোধ হয় তাতেই মন্‌টা কেমন হয়েছে। তা আমাকে পথ দেখিয়ে দেও, আমি তাঁর নিকটে যাই।

কঞ্চু। (স্বগত] রাজার মুখ দিয়ে হঠাৎ অমন কথাটা বেরুলো কেন? ও কি নরাঙ্কিত। অদৃষ্টে কি সর্ব্বনাশ ঘটে বলা যায় না [প্রকাশে) এই পথ দিয়ে আসুন্। (উভয়ের আগমন) মহারাজ এই নূতন বাগান,এ অতি উত্তম স্থান, হেথায় মন্দ মন্দ বাতাস, চতুর্দ্দিক পুষ্পগন্ধে আমোদিত ও মধুকরের কলরবে মুখরিত।

দুর্য্যো। হাঁ, তুমি আমার যুদ্ধের রথসজ্জা কর্‌তে বলোগে, আমি ভানুমতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই যুদ্ধে যাবো।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (কঞ্চুকীর প্রস্থান)।

সখী। দেবি মনে হয়েছে কি?

ভানু। হাঁ হচ্যে আবার ভুলে যাচ্যি।

দুর্য্যো। (দেখিয়া স্বগত) এই যে প্রিয়া ভানুমতী। সখীর সঙ্গে কথা কচ্যেন। কি কথা কচ্যেন এই লতার আড়ালে থেকে শুনি না কি বল্‌-চেন। [তথাবস্থিতি]

সখী। রাজমহিষি তুমি এত ব্যাকুল হচ্যো কেন, বলনা শুনি।

দুর্য্যো। (স্বগত) কেন, ব্যাকুল কেন?

ভানু। হাঁ সখি শোন। সেই নকুলটী দেখ্‌তে অত্যন্ত সুন্দর, আমি তার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে ছিলেম, সে ক্রমে আমার নিকটে এলো। সখি আমি আর বল্‌তে পারিনে, সেই অবধি আমার অন্তঃকরণ কেমন হচ্যে। (অধোবদন)।

দুর্য্যো। (স্বগত) একি কথা বলে, মাদ্রীর পুত্র নকুল আমার শত্রু পক্ষ, সে ওর নিকটে এসেছে? তাকে দেখে ওর মন আকৃষ্ট হয়েছে? সেই নিমিত্ত এতো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে বটে। শুনি

শেষটা কি ঘটে উঠেছে।

সখী। রাজমহিষি ব্যাকুল হইও না, তার পর কি হলো বলো।

ভানু। তার পর আমি একাকী প্রমদবনে গেলেম, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

দুর্য্যো। (সক্রোধে স্বগত) আর শোন্‌বার আব-শ্যকতা নাই। সেই দুরাত্মা মাদ্রীপুত্রকে এখ-নই গিয়ে সংহার করি (কিঞ্চিৎ গিয়া প্রতি-নিবৃত্ত) না তা পরে হবে, অগ্রে এই পাপী-য়সীকেই সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিই। (কর-বাল নিষ্কোষীকরণ)

সখী। তার পর।

ভানু। তার পর সেই নকুল আমার সমক্ষেই যেমন একশটা সাপ মেরে ফেল্‌লে অমনি মহারাজকে জাগাতে বন্দীগণের স্তুতিপাঠের সঙ্গে মঙ্গলধ্বনি হলো। তাতে আমি জেগে উঠ্‌লেম।

দুর্য্যো। (সবিতর্কে স্বগত) আঁ জেগে উঠ্‌লেম বলচে, তবেত এ স্বপ্নেরই কথা বোধ হয়। শুনি না, সখীর উত্তরেই জান্‌তে পার্‌বো-এখন।

সখী। হাঁ স্বপ্নটা বড় ভাল নয় বটে।

দুর্য্যো। (স্বগত) আঃ বাঁচ্‌লেম এ স্বপ্নেরই কথা বটে। (করবাল কোষে নিক্ষেপ) তাইতো-বলি, আমি রাজা দুর্য্যোধন, আমার মহিষী, তার পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি একি সম্ভাবনা? ভাগ্যে আমি প্রিয়াকে বিনাশ করি নাই।

ভানু। এখন উপায় কি সখি।

সখী। রাজমহিষি একটা কথা বলি, মনে কিছু করো না, জিজ্ঞাসা কর্‌লে সত্য কথাই বলা উচিত। দেখ ভাই—এ স্বপ্নটা বড়ই মন্দ? একেতো স্বপ্নে নেউল দেখাই ভাল নয় তায় আবার একশটা সাপ মেরে ফেল্‌লে, এ অত্যন্তই অমঙ্গল।

ভানু। সখি, পাছে মহারাজের কোন অমঙ্গল হয়।

সখী। ভাবনার বিষয় বটে, তা বরং এক কর্ম্ম করা গঙ্গাতে কি যমুনাতে স্নান করে ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দান কর আশীর্ব্বাদ লও, হোম করাও, আর স্বহস্তে এই পুষ্প চয়ন করে এই পুষ্পে সূর্য্যদেবকে পূজা কর এই সব কর আর ভাই কি বল্‌বো বলো। (উভয়ে পুষ্প চয়ন)

দুর্য্যো। (স্বগত) এ স্বপ্নটা মন্দ বটে। আবার আমার বামচক্ষুটোও নাচ্চে, এ সকল হওয়া ভয়ের বিষয় তার সন্দেহ কি। (চিন্তা করিয়া)

না, এতে আর কি হতে পারে? অঙ্গিরা বলেছেন, গ্রহের গতি, স্বপ্ন আর অন্যান্য অনিমিত্ত এ সকল কাকতালীয়। যা হবার হয় তা হয়েই থাকে, কিন্তু লোকে বলে ঐ নিমিত্তই হয়েছে। ফলে সে সকল মিথ্যা? যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে তাঁরা কি এতে ভয় করেন, তা আমি রাজা দুর্য্যোধন হয়ে এ সকল গণ্য কর্‌বো?

ভানু। এই যে সূর্য্য উঠলেন! (পুষ্পপাত্র রক্ষা)

সখী। হাঁ, রাজমহিষি এই সময় তুমি অর্ঘ প্রদান কর।

ভানু। (অগ্রে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে) হে সূর্য্যদেব! তুমি ত্রিলোকনাথ, আমি তোমাকে প্রণাম করি, যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। মহারাজ যেন জয়ী হন। সখি, পুষ্প পাত্রটী দেও দেখি পূজা করি।

(দুর্য্যোধন সখীর হস্ত হইতে পুষ্পভাজন লইয়া ভূমিতে পাতন করিল)

ভানু। ঐ যা, সব ফুলগুলি ফেলে দিলে (রাজাকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন)।

দুর্য্যো। (সহাস্যবদনে) এই যাঃ সব ফুল ফেলে দিলেম। দেবি, এ দাস তোমার কোন কাযেরই নয়, এখন তুমি উচিত দণ্ড কর।

ভানু। (সানুনয়ে) মহারাজ আমাকে একটু ক্ষমা করুন, আমি দুঃস্বপ্ন দেখে বড় ভীত হয়েছি, সূর্য্যদেবকে পূজা করি।

দুর্য্যো। না প্রিয়ে, তোমার কিছুই করতে হবে না, আমি তোমার স্বপ্ন কথা সকলি শুনেছি। কোন আশঙ্কা নাই। এস, আর এখানে থেকে কায নাই।

ভানু। আমার বড় ভয় হয়েছে।

দুর্য্যো। (সগর্ব্বে) রেখে দেও, তোমার আবার ভয়। আমার জগৎ ব্যাপ্ত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা, যাদের প্রতাপে ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হচ্যে তাদের কি পরাক্রম নাই, দ্রোণ কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা প্রভৃতি সেনাপতিদের কি বীর্য্য নাই? যে তুমি আশঙ্কা কর। প্রিয়ে তুমি আপনি যে কত বড় তা জান্‌তে পার না, তুমি মহারাজ দুর্য্যোধন স্বরূপ সিংহের মহিষী, তুমি আমার একশত ভ্রাতার বাহুবনচ্ছায়াতে সুখে নিদ্রা যাচ্য। তোমার আবার ভয়?

ভানু। না, ভয় নাই বটে কিন্তু তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় এই আমার অভিলাষ।

দুর্য্যো। তোমার সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকি আমার এই মনোরথ আর মনোরথ কি?

(নেপথ্যে ঝটিকার শব্দ)

ভানু। (সভয়ে) মহারাজ এ কি এ কি

দুর্য্যো। প্রিয়ে ভয় কি, ও একটা ঝড় উটেছে, আর অন্য কিছু নয় – ভয় নাই।

সখী। মহারাজ এই কাঠের ঘরে যাউন, বড় ধুলো উড়েছে।

দুর্য্যো। হাঁ, এ ঝড়ে আমার উপকারই কল্যে চল প্রিয়ে গৃহের মধ্যে যাই।

ভানু। কিছুই করা হলো না, আমার যেমন কপাল।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। (সম্ভ্রমে) গেল গেল গেল।

দুর্য্যো। কি গেল, কি গেল।

কঞ্চু। ভেঙে গেল, ভেঙে গেল।

দুর্য্যো। (বিরক্তি ভাবে) কি ভেঙে গেল, স্পষ্ট করেই বল্ না শুনি।

কঞ্চু। মহারাজের রথের ধ্বজা ভেঙে গেল।

দুর্য্যো। আঃ কি পাপ, তার আর আশ্চর্য্য কি? বড় ঝড় উঠেছে তাই ধ্বজা ভেঙে গেছে।

কঞ্চু। মহারাজ যুদ্ধে যাওবার সময় রথের ধ্বজা ভাঙ্‌লো, তাই বল্‌চি ওটা ভারি অমঙ্গল।

ভানু। মহারাজ এসকল অতি অমঙ্গল, আপনি কিছু স্বস্ত্যয়ন করাউন।

দুর্য্যো। (অবজ্ঞা করিয়া) বলোগে হে পুরোহিতকে বলো গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে। (গমন করত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া] মহারাজ জামাইয়ের মা আর দুঃশলা আস্‌চেন।

দুর্য্যো। [স্বগত] জয়দ্রথের মা আর দুঃশলা আস্‌চে, কেন? অভিমন্যুর বধে পাণ্ডবেরা বুঝি রাগত হয়ে কোন অত্যাচার করে থাক্‌বে (প্রকাশে) আচ্ছা আস্‌তে বল।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে [প্রস্থান]।

(জয়দ্রথের মাতা ও দুঃশালার প্রবেশ ও উভয়ে দুর্য্যোধনের চরণে পতিত হইল)

মাতা। কুরুনাথ রক্ষা কর রক্ষা কর, আমাদের আর কেউ নাই। [দুঃশলার রোদন)।

দুর্য্যো। (সসম্ভ্রমে) মা, ভয় কি ভয় কি। কিছু অমঙ্গল হয়েছে নাকি? বলো জয়দ্রথের তো মঙ্গল?

মাতা। মঙ্গল আর কৈ।

দুর্য্যো। কেন কেন।

মাতা। অর্জ্জুন পুত্র শোকে কাতর হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, আজকের দিনের মধ্যেই আমার জয়দ্রথকে মেরে ফেল্‌বে!

দুর্য্যো (সহাস্য বদনে) এতেই তোমাদের ভয়? দুঃশলা তুমি এই নিমিত্ত রোদন কচ্চো? আমি বলি বুঝি আর কিছু! হুঁঃ অর্জুন পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়ে পাগোলের মত কি বলেছে তায় তোমাদের ভয় কি? কি আশ্চর্য্য, স্ত্রীলোক কি নির্ব্বোধ। দুঃশলা তুমি কাঁদ কেন। জয়দ্রথের কোন অনিষ্ট কর্‌তে পারে অর্জ্জুনের এমন কি ক্ষমতা আছে। যার রক্ষা কর্ত্তা আমি রাজা দুর্য্যোধন।

মাতা। বাছা কি জানি তার অভিমন্যু গেছে বলে সে তো মরিয়ে হয়েছে।

দুর্য্যো। রেখে দেও তুমি মারিয়ে হয়েছে, পাণ্ডবদের যতো ক্ষমতা তা সকলেই জানে, তাদের যদি শাক্তি থাক্‌তো তা হলে যখন সভামধ্যে আমার আজ্ঞার দুঃশাসন তাদের দ্রৌপদীকে দুর্ব্বাক্য বলে কেশাকর্ষণ করে উলঙ্গ করে তখন কি অর্জ্জুন সেথায় ছিল না—না ক্ষত্রিয় জাতির তাতে ক্রোধ হয় না, তা কি কর্‌তে পার্‌লে।

মাতা। সে আবার প্রতিজ্ঞা করেছে যদি আজকেকার দিনের মধ্যে জয়দ্রথকে না মার্‌তে পারে তা হলে আপনিই অগ্নিপ্রবেশ কর্‌বে।

দুর্য্যো। (সহাস্যবদনে) তা এ তো আমাদের মঙ্গলেরই কথা, জয়দ্রথকে কখনই মার্‌তে পার্‌বে না আপনি মর্‌বে এই সত্য। সে মলে আবার যুধিষ্ঠিরও মর্‌বে প্রতিজ্ঞা আছে, সুতরাং মা তুমি জেনো এত দিনের পর আমার সকল শত্রুই ক্ষয় হলো। তাতে ভাবনা কি? জয়দ্রথের কোনই বিপদ হবে না। দেখ মা, আমি, আমার একশ ভাই, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি—সকলেই আমরা তোমার সন্তানকে রক্ষা কর্‌বো, তার নাম করে পৃথিবীতে এমন কে আছে? আর তোমার সন্তানের ক্ষমতাও তুমি জান না—তাই ভয় পেয়েছ। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, এরাতো মনুষ্যের মধ্যেই নয়, ভীম আর অর্জ্জুন যোদ্ধা বটে তা তারাও কি জয়দ্রথের যুদ্ধে সমর্থ হয়।

ভানু। সে কথা বটে তবু অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে ভয় হতে পারে।

মাতা। হঁা বাছা, যথার্থ বলেছ।

দুর্য্যো। রেখে দেও ভয়। আমি রাজা দুর্য্যোধন, আমার আবার পাণ্ডবদের ভয়। ভানুমতী পাণ্ডবদের বলই জেনে রেখেছেন। তারা এমন প্রতিজ্ঞাতো মধ্যে মধ্যে করেই থাকে। এই

প্রতিজ্ঞা কর্‌লে দুঃশাসনের রক্ত পান কর্‌বে, দুর্য্যোধনের উরু চূর্ণ কর্‌বে তা কৈ কর্‌লে না? তা সে সব প্রতিজ্ঞাও যেমন জয়দ্রথের বধের প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। অরে কে আছেরে আমার যুদ্ধের রথ সজ্জা হয়েছে কি না দেখ, আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাই সেই অর্জ্জুনকে আজ্‌ই সংহার করে আসিগে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজ যুদ্ধের রথ প্রস্তুত।

দুর্য্যো। দেবি! গৃহের মধ্যে যাও আমি যুদ্ধে চল্‌লেম।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের সন্নিকট।

(বিকৃতবেশা রাক্ষসীর প্রবেশ)

রাক্ষসী। (পরিতোষে অট্টহাস্য করত নৃত্য) বেশ বেশ বেশ, একশ বচ্ছুর এইরূপ যুদ্ধ হোক মজা করে আমরা খেয়ে বেড়াবো। জয়দ্রথের বধের দিন যেরূপ যুদ্ধ হয়েছিল আজ অর্জ্জুন যদি সেইরূপ যুদ্ধ করে তা হলেই ভারি আমোদ হয়। তা আমার স্বামী রুধিরপ্রিয় গেল কোথা, ডাকি দেখি, ও ও ও রুধির প্রিয়, রুধির প্রিয় রে এএএ। আঃ মর গেল কোথা? ও ও ও রুধিরপ্রিয়।

(রাক্ষসের প্রবেশ)।

রাক্ষ। কেরে আমাকে ডাকে?

রাক্ষসী। (দেখিয়া আহ্লাদে) এই যে রুধিরপ্রিয়! ও রুধিরপ্রিয়, এসেছিস্ আয় আয় এইমাত্র একটা মোটা রাজা মরেছে তাকে এনেছি, এইনে খা খা।

রাক্ষ। [আহ্লাদে] বেশ করেছিস, দে দে খাই,— আমার বড় ক্ষিদে তৃষ্ণা হয়েছে রে॥

রাক্ষসী। সেকিরে? এই এমন যুদ্ধে বেড়াচ্যিস তবু তোর ক্ষিদে তৃষ্ণা?

রাক্ষ। আমি কি এখানে ছিলেম আমি হিড়ম্বাকে দেখ্‌তে গিছিলেম, ঘটোৎকচের বধে সে বড়ই কাতর হয়েছে। সে কথা থাক্। তুই এখানে কচ্যিস্ কি?

রাক্ষসী। আমি কি চুপ করে আছি, কত খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় কচ্যি। ভগদত্ত, জয়দ্রথ, মৎস্য-রাজ, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, আর সকল নামও জানিনে কত শত শত রাজা মলো—তাদের রক্ত মাংস ঐ দেখ ঐ হাজার হাজার কলসী পুরে রেখেছি—এখন আরো চেষ্টা করে বেড়াচ্যি।

রাক্ষ। বেশ করেছিস্, তুই কেমন গিন্নী, না হবে কেন?।

রাক্ষসী। হাঁরে হিড়ম্বা তোকে কিছু বল্‌লে?।

রাক্ষ। বল্‌লে বৈকি, বল্‌লে রুধিরপ্রিয় তুমি আজ ভীমের সঙ্গে থেকো তাই যাচ্চি।

রাক্ষসী। কেন ভীমের সঙ্গে থাকা কেন ?

রাক্ষ। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে দুঃশাসনের রক্ত পান কর্‌বে, তা সে খেলে তার পর আমি খাবো সেই জন্যে তার সঙ্গে থাক্‌তে হবে।

[নেপথ্যে শব্দ।]

রাক্ষসী। [শুনিয়া] ওরে দেখতো রে, ও দিগে বড়যে হাহাকার উঠেছে।

রাক্ষ। [দেখিয়া] ওরে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে মেরে ফেল্‌লে রে।

রাক্ষসী। তবে চল্‌না যাই, দ্রোণের রক্তটা খাইগে।

রাক্ষ। নারে—ও বামণ, বামণের রক্ত খেলে গলা পুড়ে যাবে।

রাক্ষসী। ওরে এদিগে ওটা আবার কে আসে দেখ্‌তো।

রাক্ষ। (দেখিয়া) ইঃ ওটা যে অশ্বত্থামা না ? খড়্গ হাতে করে এদিগেই আস্‌চে, কি জানি ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি রাগ করে পাছে আমাদের মারে তা চল আমরা পালাই।

[সত্বর উভয়ের প্রস্থান]

(অশ্বত্থামার প্রবেশ]

অশ্ব। (স্বগত) উঃ কি ভয়ঙ্কর শব্দ! কেন এমন শব্দ হচ্চ্যে? (চিন্তা করিয়া) হয় অর্জ্জুন না হয় ভীম আমার পিতাকে বুঝি রাগ্‌য়েছে তাই পিতা সিংহনাদ করে থাকবেন। তবে আর আমার রথের প্রতীক্ষায় কাযকি হাতেতো অস্ত্র আছে, অমনি যাই—(কিঞ্চিৎ গিয়া) তাইতো —হাঁ.ইঃ পাণ্ডবসেনাদের যে বড় কোলাহল? কাণ্ডটা কি। ওকি! কেন কেন? কর্ণ প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধারা যে পালাচ্যে? সেকি!। (প্রকাশে) ওহে যোদ্ধা সকল, তোমরা পালাচ্য কেন হে? আহা ছি ছি ছি যুদ্ধ পরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম নয়, আর আমার পিতা এ যুদ্ধে সেনাপতি হয়ে আছেন তোমাদের আশঙ্কাই বা কি।

(নেপথ্যে) কৈ তোমার পিতা কি আছেন।

অশ্ব। (সক্রোধে) কি এত বড় যোগ্যতা! আমার পিতার অমঙ্গলের কথা বলিস্? তোর মস্তকে এখনো বজ্রাঘাত হলো না? কেন এখন তো দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হয় নাই, প্রলয়কালের বায়ুও বহে নাই—আকাশ হতে মেঘগুলো ছিঁড়ে

এখনো ভূতলে পড়ে নাই, আমার পিতার অমঙ্গলের কথা বলিস্?

(সারথির প্রবেশ)।

সার। কুমার রক্ষা কর রক্ষা কর, সর্ব্বনাশ হলো সব গেল।

অশ্ব। (স্বগত) এই যে পিতার সারথি আশ্বায়ন। (প্রকাশে) সে কি সারথি! তুমি ত্রিলোক-রক্ষা কর্ত্তার সারথি হয়ে বালকের নিকটে রক্ষা প্রার্থনা করো?

সার। কুমার! তোমার পিতা কি আছেন?

অশ্ব। কি পিতা নাই॰ তিনি কি মরেছেন?।

সার। কি বল্‌বো অদৃষ্টের কথা।

অশ্ব। বলো কি পিতার মৃত্যু? আমি কথাটা ভাল বুঝ্‌তে পারলেম্ না, সবিশেষ বল দেখি শুনি, কে তাঁকে বধ কর্‌লে ভীম না কে?

সার। না না।

অশ্ব। অর্জ্জুন?

সার। না অর্জ্জুন নয়।

অশ্ব। তবে বুঝি কৃষ্ণ।

সার। না তাও নয়।

অশ্ব। তবে তাঁকে বধ করে পৃথিবীতে এমন কে আছে।

সার। ভীম অর্জ্জুন কি কৃষ্ণ এদের ক্ষমতা কি যে তাঁকে বধ করে, তিনি আপনি শোকে অস্ত্র-ত্যাগ কর্‌লেন তাতেই তাঁর মৃত্যু হলো।

অশ্ব। শোক কিসের?

সার। তোমার নিমিত্তই শোক।

অশ্ব। আমার নিমিত্ত শোক? ও কি কথা বল্‌চো আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

সার। তবে সবিশেষ বলি শোন। তিনি যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে জনশ্রুতিতে শুন্‌লেন অশ্বত্থামা হত হয়েছেন, শুনে ভাব্‌লেন সে কি? আমার অশ্বত্থামা চিরজীবী সে মরেছে এ কি কথা, বিশেষ জান্‌বার নিমিত্ত সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কর্‌লে যুধিষ্ঠির "অশ্বথামা হত" এই কথা বলে পরে বল্‌লেন "গজ" তা যুদ্ধের বাদ্যের ধ্বনিতে গজ শব্দটা শুন্‌তে পেলেন না। যুধিষ্ঠিরের কথানুসারে অশ্বত্থামা মরেছেন এইটে নিশ্চয় হলো, সুতরাং পুত্র শোকে ব্যাকুল হয়ে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করলে্‌ন।

অশ্ব। (সরোদন) আঁা তবেকি তাঁর সত্যই পরলোক হয়েছে? হায়, আমার অদৃষ্টে কি হলো, পিতা তুমি কোথা গেলে, (বসিয়া রোদন)

সার। কুমার শান্ত হও শান্ত হও, এস্থলে শোক করা বীরের কার্য্য নয়।

অশ্ব। পিতা আমার শোকে অস্ত্রত্যাগ কর্‌লেন প্রাণও ত্যাগ কর্‌লেন কিন্তু আমি এমনি কৃতঘ্ন নিষ্ঠুর যে তাঁর শোকে এখনো বেঁচে আছি। (মূর্চ্ছা)।

(কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃপ। [সবিষাদে) দুর্য্যোধনকে ধিক্ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্ অন্যান্য রাজগণকে ধিক্ আমাদিগকেও ধিক্। আমরা সেই সভামধ্যে দ্রৌপদার কেশাকর্ষণ দেখেছিলেম আর আজ্ এই দ্রোণাচার্য্যের কেশাকর্ষণ দেখ্‌লেম, একবার স্ত্রীলোকের কেশাকর্ষণে এই বিপদ্ ঘটেছে আবার ব্রাহ্মণের কেশাকর্ষণ, এতে বোধ হয় আর কেউ বাঁচবে না। [দেখিয়া) ঐ যে অশ্বত্থামা পিতার বধবার্ত্তা বুঝি শুনেছেন। নিকটে যাই কিন্তু তাঁকে যেরূপে বধ করেছে সে অপমানের কথা শুনে কি করেন বলা যায় না। (নিকটে গিয়া) ওকি ওকি, বাপু ওঠ ওঠ।

অশ্ব। (চৈতন্য পাইয়া] হায় পিতা কোথা

গেলে, তুমি বীর চূড়ামণি ছিলে, আমার নিমিত্তই দেহত্যাগ কর্‌লে? (রোদন)।

সার। কুমার তোমার মাতুল এসেছেন।

অশ্ব। (দেখিয়া স্বরোদনে) মাতুল পিতা কোথায়? তিনি যে তোমাকে লয়ে যুদ্ধে এসেছিলেন, তাঁকে তুমি কোথায় রেখে এলে।

কৃপ। বাপু! তুমি জ্ঞানী নিতান্ত অধৈর্য্য হয়ে রোদন কর্‌লে কি হবে।

অশ্ব। আমি আর রোদন কর্‌বো না এ দেহও রাখ্‌বো না, তাঁর সঙ্গেই যাবো।

কৃপ। না বাপু! অমন কর্ম্ম করো না। সংসারে এই রীতিই আছে, তোমার পিতা পরলোক গেছেন তুমি তাঁর উপযুক্ত সন্তান তাঁর শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করো, আপাতত পিতৃবৈরনির্যাতন কর শোক কেন?।

সার। বীরের এই কর্ত্তব্য বটে।

অশ্ব। হাঁ সে সত্য কথা কিন্তু আমি তাঁর শোক সহিতে পার্‌বো না, আমার এ শোক অতি অসহ্য (অস্ত্রের প্রতি) অহে খড়্গ! পিতা কর্ত্তব্য বলেই তোমাকে ধারণ করেছিলেন, কারু কাছে পরাভব ভয়ে করেন নাই পরে পুত্র শোকেই তোমাকে ত্যাগ করেছেন ভয়ে

ত্যাগ করেন নাই, তা আমিও তোমাকে ত্যাগ করিলাম। [খড়্গত্যাগ)।

(নেপথ্যে)

অগো ভদ্রলোক সকল? দ্রোণাচার্য্য অতিমান্য ক্ষত্রিয়দের গুরু, তিনি মরুন্ তায় হানি নাই, তাঁর অপমান তোমরা উপেক্ষা কর্‌লে?

অশ্ব। (সক্রোধে অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক) কি পিতার অপমান?।

(পুনর্নেপথ্যে)

অপমান আর নয় কেমন করে, তিনি পুত্র শোকে অস্ত্র ত্যাগ করে রোদন কচ্ছিলেন, অতি দুর্বৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর কেশাকর্ষণ করে মস্তকচ্ছেদন কর্‌লে।

অশ্ব। (সক্রোধে) কি পিতার কেশাকর্ষণ করেছে।

কৃপ। এই কথাইতো সকলে বল্‌চে।

অশ্ব। দুরাত্মা আমার পিতার মাথায় হাত দিলে?

সার। কুমার এমন অপমান তাঁর কখনো হয় নাই।

অশ্ব। (অতীবক্রোধে) পিতা আমার শোকে অস্ত্র ত্যাগ করে সেই ক্ষুদ্র লোকের নিকটে অপমানিত হলেন? যা হৌক শোকেই তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন কর্‌লে কাকই হৌক আর ধৃষ্টদ্যুম্নই হৌক তাঁর মস্তকস্পর্শ কর্‌তে

পারে? কিন্তু আমিতো তাঁর পুত্র, হাতে অস্ত্র আছে, আমি কি সেই পিতৃহন্তার মস্তকে পদার্পণ কর্‌বো না? অরে দুরাত্মা পাঞ্চাল-কুল-কুসন্তান! জানিস্‌নে আমার হাতে এখনো অস্ত্র আছে। (ঊর্দ্ধদৃষ্টে) হাঁ হে যুধিষ্ঠির, তুমি না সত্যবাদী ধর্ম্মপুত্র? তুমি আমার পিতার নিকটে মিথ্যা কথা কৈলে? আঁ—যা-বেটা তুই মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, তোকে আর কি বল্‌বো। অর্জ্জুন, ভীম, কৃষ্ণ, ওহে তোমা-দেরওকি এটা উচিত হলো? তিনি ব্রাহ্মণ প্রধান বীর সকলেরইগুরু বিশেষতঃ আমার পিতা, তাঁর এই অপমান তোমরা সকলে স্বচক্ষে দেখ্‌লে? দূর হ তোরাও মহাপাতকী তোদের অকর্ত্তব্য কি আছে? তোরা কেউ করেছিস্‌ কেউ কর্‌তে বলেছিস্‌, কেউ দেখেছিস্‌, আমি কাকেও ক্ষমা কর্‌বো না? কি ভীম, কি অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ, সকলকেই সংহার কর্‌বো।

কৃপ। তুমি মনে কর্‌লে কিনা কর্‌তে পার, দ্রোণা-চার্য্যের তুল্য তোমার ক্ষমতা।

অশ্ব। সারথি শীঘ্র রথ আনো আমি যুদ্ধে যাই।

সার। হাঁ আমি চল্‌লেম। (প্রস্থান)

কৃপ। এ উচিত বটে তুমি না কর্‌লে এ অপমান আমাদের কিসে যায়? সেই নিমিত্ত তুমি সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে যাও আমার এই ইচ্ছা।

অশ্ব। সে কেবল পরাধীন হওয়া বৈ নয়।

কৃপ। না না, এখন ভীষ্ম নাই দ্রোণ নাই তুমি না সেনাপতি হলে ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্য যে অনাথ হবে। আরো বিবেচনা করো তোমার তুল্য বীর দুর্য্যোধনের এখন আর কে আছে? সুতরাং আমি বোধ করি দুর্য্যোধন আপনি আজ্ তোমাকেই সেনাপতিত্ব পদে বরণ কর্‌বেন।

অশ্ব। তা যদি হয় তবে চলো মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকটে অগ্রে যাই তিনি আমার পিতার শোকে ব্যাকুল হয়েছেন—আমি কাছে গেলেও কতক দুঃখ নিবৃত্তি হবে।

কৃপ। সেই ভাল অগ্রে সেখানেই চল যাই (পথান্তরে উভয়ের গমন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের একদিক।

(কর্ণের সহিত দুর্য্যোধন উপবিষ্ট)

দুর্য্যো। হাঁ সখা, বলি ওকি! অমন যুদ্ধের সময় দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র ত্যাগ কর্‌লেন? হুঁঃ জেতে বামণ কিনা, বামণের কর্ম্ম কি যুদ্ধ করা?

কর্ণ। না মহারাজ, তা নয়।

দুর্য্যো। তবে কেন এমন হলো?

কর্ণ। দ্রোণাচার্য্যের অভিপ্রায় ছিল যুদ্ধে ক্রমে উভয় পক্ষ ক্ষয় করে পরিশেষে অশ্বত্থামাকেই রাজা কর্‌বেন, তা অশ্বথামা মরেছে শুনে ভাব্‌লেন আর কেন, মানসতো পূর্ণ হলো না—তবে আমি ব্রাহ্মণ আর অস্ত্রধারণের প্রয়োজন কি, তাই অস্ত্রত্যাগ কর্‌লেম।

দুর্য্যো। হাঁ এ হতে পারে।

কর্ণ। না না, একথা যে আমিই বল্‌চি তা নয়—সকলেই জানে, দ্রুপদরাজা তাঁর ঐ অভিপ্রায় জেনেছিল, তার নিমিত্ত তাঁকে রাজ্য থেকে দূর করে দেয়।

দুর্য্যো। তাই বটে ?

কর্ণ। কেন মহারাজ দেখেন নাই ? ঐ জন্যে এমন সকল বীর মলো তিনি উপেক্ষাই কর্‌লেন।

দুর্য্যো। ঠিক কথা বলেছ, এর আর কোন সন্দেহই নাই। কেননা তিনি প্রথমে জয়দ্রথকে অভয় প্রদান করেন তার পর অর্জ্জুন যখন তাকে বধ করে তিনি উপেক্ষাই তো. কর্‌লেন, রক্ষা কর্‌লে কি রক্ষা কর্‌তে পার্‌তেন না, তা ও বামণ-জেতেরে বিশ্বাস নাই।

কৃপ ও অশ্বত্থামার পুনঃ প্রবেশ।

কৃপ। বাপু ঐ যে রাজা বসে আছেন, এস নিকটে যাই।

অশ্ব। হাঁ চলো।

উভয়ে। (অগ্রে গিয়া) মহারাজের জয় হউক।

দুর্য্যো। আসুন্ (কৃপাচার্য্যের প্রতি) গুরু প্রণাম করি। (অশ্বত্থামার প্রতি) আচার্য্যপুত্র এসো এসো, আমার নিমিত্তই তোমার পিতা গেছেন, তাঁর শোকে আমার শরীর দগ্ধ হচ্যে, এসো ভাই তোমাকে কোলে করে সে শোক শান্তি করি। (আলিঙ্গন ও অশ্বত্থামার রোদন)।

কর্ণ। আর শোক কর্‌লে কি হবে ?

দুর্য্যো। গুরুপুত্র ভাই রোদন করো না, বিবেচনা করো এ শোক তোমার যেমন আমারও তো তেমনি, তোমার পিতা তিনি আমার পিতার সখা ছিলেন, তাঁর নিকটে অস্ত্রশিক্ষা তুমিও করেছ আমিও করেছি—তাঁর মরণে আমার যে দুঃখ তা ভাই তুমিও তো জানো।

অশ্ব। মহারাজ এমন কথা কৈলেন আর আমার শোক কি? তবে কি জানেন আমি পুত্র, আমি বেঁচে থাক্‌তে পিতার কেশাকর্ষণ হলো তবে লোকে আর পুত্রকামনা কর্‌বে কেন?

কর্ণ। তিনি অস্ত্রত্যাগ করে আপনিই অপমানিত হলেন তা এখন তুমি কি কর্‌বে?

অশ্ব। কি বল্‌লে কর্ণ আমি কি কর্‌বো? আমি কি কর্‌বো তা শোন, যে ব্যক্তি সে কার্য্য করেছে, যে কর্‌তে বলেছে, যে দেখেছে, পাণ্ডবদের পক্ষে যে যে অস্ত্রধারণ করেছে, পাঞ্চালবংশে যে যে আছে বালকই হউক বৃদ্ধই হউক আর গর্ভস্থই হউক আমি সকলের কালান্তক কাল সকলকেই সংহার কর্‌বো।

কর্ণ। (হাস্য করিয়া) বলা অনায়াসেই যায় কিন্তু করা সহজ নয়।

অশ্ব। (সক্রোধে) কি সহজ নয়! তুমিতো পরশু-

রামের শিষ্য, সকলই জান, পরশুরাম পিতার অপমানে যা করেছিলেন আমারও পিতার অপমান হয়েছে আমি তাই কর্‌বো।

দুর্য্যো। হাঁ বটে তোমারও ক্ষমতা সামান্য নয়।

কৃপ। মহারাজ ইনি সকল ভার নিতেই প্রস্তুত, আর আমিও বোধ করি ইনি সম্পূর্ণ উদ্যোগী হলে ত্রিলোকের রক্ষা নাই, পাণ্ডবেরা কোথা আছে? অতএব আপনি এঁকে সেনাপতি করুন্ তা হলেই আপনার শত্রুকুল ক্ষয় হবে।

কর্ণ। (হাস্য করিয়া) ওঁর বাপ হতেই বিস্তর হলো তা ওঁহতে হবে।

কৃপ। না না না, অমন কথা বলো না, (দুর্য্যোধনের প্রতি) মহারাজ আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি ওঁকে সেনাপতি করুন্।

দুর্য্যো। হাঁ তা হতে পার্‌তো, কিন্তু কর্ণকে সেনাপতি পদ দিবার স্থির করা গেছে।

কৃপ। মহারাজ বিবেচনা করুন্ তা হলে এঁর প্রতি কিছু অনাদর করা হয়, সে সকল শত্রু ইনি সংহার কর্‌বেনই তবে কেবল এঁর মনোদুঃখ দেওয়া সে কি ভাল হয়?।

অশ্ব। মহারাজ আমাকে নিযুক্ত করুন বা নাই করুন্ আমি আজ রাত্রিশেষে উঠে গিয়ে

অগ্রে তো ঐ কেষ্টাবেটাকে বিনষ্ট কর্‌বো পরে পৃথিবীতে পাণ্ডবশূন্য করে তার পর গিয়ে পাঞ্চালবংশ ধ্বংস কর্‌বো ?

কর্ণ। এ কি আমরাই পারিনে না কি ?

অশ্ব। না ভাই পার না আমি তা বল্‌চিনে, তবে কি না আমি বড় দুঃখ পেয়েছি তাই বল্‌চি।

কর্ণ। ওরে মূর্খ যে দুঃখ পেয়েছে সে গে কাঁদুক তা হলেই তার দুঃখ নিবৃত্তি হবে আর যার ক্ষমতা আছে সে তোর মত মিথ্যা মুখে মাল্‌-সাট মারে না সে পরাক্রমই প্রকাশ করে।

অশ্ব। (সক্রোধে) কি তুই, আমাকে এমন কথা বলিস্‌ তুই বেটা রাধার কুসন্তান, সূতজাতির অধম।

কর্ণ। হাঁ আমি সূতজাতিই হই অন্যই হই যেই হই, জন্মের কথায় কায কি, অদৃষ্টাধীন জন্ম সকল বংশেই হতে পারে কিন্তু আমার ক্ষমতা আছে আমি অক্ষম নই।

অশ্ব। আমিই অক্ষম ? তুই বেটা বল্‌লি আমি কেঁদেই দুঃখ নিবৃত্তি করবো। কেন, তোর মত আমার অস্ত্র কি নির্ব্বীর্য্য ? না তোর মত আমি অর্দ্ধরথী যুদ্ধে থেকে মধ্যে মধ্যে পালিয়ে থাকি ?

কর্ণ। তুই বেটা মূর্খ বড়, বামন মেলা বক্‌চিস্‌ বৈতো নয়, আমার অস্ত্র নির্ব্বীর্য্যই হৌক আর সবীর্য্যই হৌক আমিত তা ফেলে দিই নাই, তোর বাপ যেমন ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ে অস্ত্র ফেলে দেছিল।

অশ্ব। (অত্যন্ত ক্রোধে) কি বেটা, তুই আমার পিতাকে নিন্দা করিস্‌? তুই অস্ত্রবিদ্যার জানিস্‌ কি? আমার পিতা তিনি ভীতই হৌন বলবানই হৌন তাঁকে কে না জানে? তিনি প্রতি দিন যা করেছেন পৃথিবীই তা জানেন, তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করেছেন যে কেন সেই সত্য-বাদী যুধিষ্ঠিরই তা জানে, তুই বেটা ভয়ে কোথা পালিয়ে ছিলি।

কর্ণ। হাঁ আমি ভয়ে পালিয়েছিলাম বটে তোর বড় ভরসা, সে যা হৌক তোর বাপের বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ হয়েছে, তোর বাপ অস্ত্র ত্যাগ করেছিল করেইছিল তা বলে সামান্য ক্ষুদ্রলোকে যখন অপমান করে তাও কি বারণ কর্‌তে নাই? দ্রৌপদী স্ত্রীলোক, সভামধ্যে তার যেমন অপমান হয়েছিল তোর বাপের অদৃষ্টে তাই ঘট্‌লো।

অশ্ব। ওরে দুরাত্মা তুই রাজার বড় প্রিয় হয়ে-

ছিস্ বটে? তাই অহংকারে আমাকে যা ইচ্ছা তাই বল্‌ছিস্? ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার পিতার মাথায় হাত দিলে তিনি দুঃখেই হৌক আর যাতেই হৌক বারণ করেন নাই বটে, তা তুই তো ক্ষমতাপন্ন পুরুষ—আমি তোর মাথায় এই পা দিই তুই রাখ দেখি। (চরণ উত্তোলন)

দুর্য্যোধন ও কৃপ উভয়ে। ওকি ওকি (কর্ণের মস্তকে পদাঘাত)

কর্ণ। (অস্ত্র আস্ফালন করিয়া) উঃ কি বল্‌বো তুই জেতে বামণ তাই বেঁচে গেলি।

অশ্ব। অরে পাষণ্ড, মূর্খ, আমি জেতে বামণ বলে তুই মার্‌তে পার্‌লিনে? এই আমি জাতি ত্যাগ করি (যজ্ঞোপবীত চ্ছেদন) আয়্ মার এসে, ধর অস্ত্র ধর, হয় অস্ত্র ধর না হয় অস্ত্র ত্যাগ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

(উভয়ে অস্ত্র লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ। কিঞ্চিৎ পরে দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে এবং কৃপাচার্য্য কর্ণকে ধরিল)

অশ্ব। মাতুল ওকে ছেড়ে দেও, ও আমার পিতাকে নিন্দা করে।

কর্ণ। মহারাজ ওকে ধর্‌বেন না, ওকে একবার

শেখানো উচিৎ, ভদ্রলোকে কিছু বলে না তাই ওর বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে।

অশ্ব। ছেড়ে দিন মহারাজ, আমি ওকে সংহার করি, আমার হাতথেকে ওকে রক্ষা করে কি হবে? আপনি কি সখা বলে স্নেহ কচ্চ্যেন? ওকি আপনার সখার যোগ্য, ও সারথিরসন্তান নীচজাতি, আপনি চন্দ্রবংশীয় প্রধান রাজা, ও আপনার সখার যোগ্য নয় ছেড়ে দিন্।

কর্ণ। (খড়্গ তুলিয়া) ওরে অব্রাহ্মণ তুই আমার হাতে মলি।

দুর্য্যো। এ ভাই তোম্মাদের অতি মূর্খতা।

কৃপ। তাই তো, যা কর্ত্তব্য তা দূরে গেল মধ্যহতে আপনাআপনি এ কি? (অশ্বত্থামার প্রতি) বাপু ক্ষান্ত হও, আমার দিব্য ক্ষান্ত হও।

অশ্ব। আচ্ছা আমি ক্ষান্ত হলেম। মহারাজ, ও আপনার বড় প্রিয়বন্ধু, ওকে সেনাপতি করেছেন, যুদ্ধে পাঠাউন—যুদ্ধে গিয়ে ভীমার্জ্জুনের ভয়ে কি করে আপনি দেখ্বেন। কিন্তু মহারাজ আমারো প্রতিজ্ঞা, ও যুদ্ধে না মলে আমি অস্ত্রধারণ কর্বো না, এই অস্ত্রত্যাগ কর্লেম। (খড়্গ পরিত্যাগ)

কর্ণ। তোদের অস্ত্র ধরা আর ফেলা তুল্য কথা।

নেপথ্যে।

ওরে দুরাত্মা দুঃশাসন, তুই না দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলি? অরে মহাপাতকি ধৃতরাষ্ট্রের কুসন্তান পশু, আমি আজ্ তোকে অনেক দিনের পর পেয়েছি, কোথা পালাবি?

ওরে কর্ণ, ওরে দুর্য্যোধন, ওরে শকুনি, শোন তোরা, যে দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ বস্ত্রাকর্ষণ করে ছিল আমিও সেই সময় প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম ওর রক্ত খাবো, তা এখন সেই দুঃশাসন আমার হাতে পড়েছে তোরা কে আছিস্ আয় এসে রক্ষা কর। (সকলের উদ্বেগ)

অশ্ব। [ব্যঙ্গ করিয়া] ওহে বীরচূড়ামণি কর্ণ, তুমি পরশুরামের শিষ্য, দ্রোণাচার্য্যকে আবার উপহাস করে থাক, সেনাপতি হয়েছ, অস্ত্রধারণ করেছ, সকলকে রক্ষা কর্‌বে, তা কৈ এখন ভীমের হাত্ থেকে দুঃশাসনকে রাখ দেখি।

কর্ণ। (উঠিয়া) আঃ দুরাত্মা ভীমের কি সাধ্য যুবরাজের ছায়া মাড়ায়—যুবরাজ ভয় নাই আমি যাচ্যি। (সত্বর প্রস্থান)

অশ্ব। মহারাজ এখন ভীষ্ম নাই আমার পিতা

নাই আমিও প্রতিজ্ঞা করে অস্ত্র ত্যাগ করেছি, আপনি কর্ণের প্রতি নিতান্ত নির্ভর করাব না, ও হতে যে কিছু হয় বোধ হয় না, আপনি শীঘ্র গে ভাইকে রক্ষা করুন্।

দুর্য্যো। (উঠিয়া) কার সাধ্য আমার ভাইকে স্পর্শ করে, ওরে কে আছে রে আমার রথ নিয়ে আয়, আমি চল্‌লেম। (সত্বর প্রস্থান)।

অশ্ব। [যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া] ঐ যাঃ ওকি হলো! মাতুল, কি সর্ব্বনাশ ঘটে। অর্জ্জুন আবার জেয়ের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌বার নিমিত্ত এসে পথে কর্ণ দুর্য্যোধন উভয়কেই অবরোধ কর্‌লে। তবেইতো বিভ্রাট? ভীম যে অবাধেই দুঃশাসনের রক্ত খেয়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে দেখি! এ কি হলো—আঁা রেখে দেও প্রতিজ্ঞা, আমি প্রতিজ্ঞা করি নাই, সত্য অপেক্ষা মিথ্যা ভাল, স্বর্গ অপেক্ষা নরকও ভাল, ভীম হতে তো দুঃশাসনকে রক্ষা করি তার পর যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে (অস্ত্র গ্রহণোদ্যোগ)।

নেপথ্যে।

(এ কি, তুমি মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের পুত্র, তুমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করো।

কৃপ। বাপু দেববাণী হচ্যে তুমি অস্ত্রধারণ করো না।

অশ্ব। এ কি দৈববাণী, আঃ দেবতারাও পাণ্ডবের পক্ষ রে! কি করি এখন? দুঃশাসনকেও যদি রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লেম তবে দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য আমা হতে আর কি হলো? মাতুল ক্রোধ ভরে প্রতিজ্ঞাটা করা ভাল হয় নাই, তা এখন আর কি হবে, তুমিই যাও, যদি কিছু সাহায্য কর্‌তে পারো দেখ গে।

কৃপ। হাঁ আমি চল্‌লেম—কিন্তু আমা হতে কত দূর হবে বল্‌তে পারি নে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

রণস্থলের অন্যদিক্।

[দুঃশাসনের গ্রীবা ও কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করত ভীমের প্রবেশ]

ভীম। (দন্ত কড়মড় করত) যাবে কোথা—যমের হাতে পড়েছ, আবার পালাও যে? স্মরণ হয় না সেই যে সভাতে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলে, এই তোমার কেশাকর্ষণ হলো। বস্ত্র আকর্ষণ করেছিলে, এই তোমার প্রাণ আকর্ষণ করি।

(ভূতলে পাতন ও নানারূপে বধপূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলের রক্তপান করিয়া অট্টহাস্য করত নৃত্য)

ওহে যোদ্ধা সকল! দেখ তোমরা। এই তো আমার একটা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো এখনো আরো একটা বাকি। এই দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল, আমিও প্রতিজ্ঞা করে ছিলেম এর রক্ত পান করবো, তা দুর্য্যোধন বড় অভিমানী, কর্ণ বড় বীর, আমি তাদের

(চতুর্দ্দিক দেখিয়া) সকলের সমক্ষেই সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌লেম এখন দুর্য্যোানকেই খুঁজে বেড়াচ্চি, কৈ সে কোথায় ? এদিগেতো নাই, ওদিগে গিয়া দেখ্‌তে হলো—আমি চল্‌লেম।

(ভীমের প্রস্থান)

[অচেতন দুর্য্যোধনকে ক্রোড়ে লইয়া সারথির প্রবেশ]

সার। ঐ যে কৃপাচার্য্য কর্ণের সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌লেন, তবে আমি এই সময় মহারাজকে লয়ে পালাই। কি জানি দুরাত্মা ভীম মহারাজকে আবার দুঃশাসনের মত কর্‌বে। (কিঞ্চিৎ আগমন) এই বৃক্ষের ছায়াতে কোলে করে বসি, এখানে সুশীতল বাতাস আছে, রাজার চৈতন্য হতে পার্‌বে। (চতুর্দ্দিগ্‌ দেখিয়া) কৈ এখানে যে কেউ নাই—বুঝি ভীমের ভয়ে পালিয়ে থাক্‌বে। তা রাজার চৈতন্য এখনো হচ্যে না কেন ? হুঁঃ মত্তহস্তী সকল বন ভগ্ন কর্‌লে যদি একটীমাত্র শালবৃক্ষ থাকে তা হলে সে বনের যেমন অবস্থা হয় কুরুকুলের এক্ষণে সেইরূপ অবস্থা, ইনিই কেবল অবশিষ্ট আছেন। পোড়া বিধাতা কুরুকুলের

প্রতি একেবারেই কি বিমুখ হয়েছে—ভীম অবাধেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেগেল।

দুর্য্যো। (চৈতন্য পাইয়া) ভীমের কিসাধ্য প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে। সারথি তুমি আমাকে এ কোথায় এনেছ, দুঃশাসনের নিকটে শীঘ্র নিয়ে যাও।

সার। আজ্ঞে, আর যাবার আবশ্যক নাই।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) কি যাবার আবশ্যক নাই? দুরাত্মা ভীম দুঃশাসনের রক্ত-পান করবে, তোমার কি ক্রোধ নাই লজ্জা নাই দয়াও নাই।

সার। মহারাজ সে তা অনেকক্ষণ করে গেছে, আর যাবেন কি করতে।

দুর্য্যো। কি করে গেছে? স্পষ্টকরেই বলোনা।

সার। দুরাত্মা ভীম আপনার প্রতিজ্ঞা অনেকক্ষণ পালন করে গেছে।

দুর্য্যো। কি আমার দুঃশাসন নাই? দুঃশাসনকে বধ করেছে?

সার। আজ্ঞে—কি বলবো আর।

দুর্য্যো। (সশোকে) হায় কি হলো, আমি দুঃশাসনকে হারাইলেম! (রোদন করত) ভাই দুঃশাসন, তুমি আমার নিমিত্তই পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলে, কিন্তু আমি এমন

কৃতঘ্ন যে তোমাকে রক্ষাও করতে পারলেম না। সারথি কি হলো! তুমি কি করলে, দুঃশাসন বালক তাকে শত্রুহস্তে দিয়ে আমাকে লয়েই পালিয়েছ?

সার। মহারাজ আমি কি করবো? শত্রুদের অস্ত্রাঘাতে আপনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন, বাণ প্রহারে রথ ভগ্ন হয়েগেল, সুতরাং আমাকে এইকার্য্য করতে হয়েছে।

দুর্য্যো। তুমি অতি অন্যায় কর্ম্ম করেছ, আমি অচৈতন্য হয়েছিলেম হয়েই ছিলেম, তা সেই দুঃশাসনের শত্রু—ভীমের গদাপ্রহারে কেন চৈতন্য পেলেম না, দুঃশাসনের রক্ত—শয্যায় হয় ভীম শয়ন করতো না হয় আমিই শয়ন করতেম, তায় হানি কি ছিল?

সার। মহারাজ অমন কথা বলবেন না।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) আর বলবো না—তুমিও যেমন? বন্ধুবান্ধব সকলি গেল, এখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি, জয়ের প্রয়োজন কি, শরীরেই বা প্রয়োজন কি? আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! আমার দুঃশাসন কোথা-গেল? হা দুঃশাসন! (মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন।)

সার। এ কি হলো এ কি হলো! (বস্ত্রদ্বারা ব্যজন)

(কিঞ্চিদন্তরে সুন্দরকের প্রবেশ)

সুন্দ। (উচ্চৈঃস্বরে) অগো মহাশয়েরা, আপনারা জানেন রাজা দুর্য্যোধন কোথায়? কৈ কেউযে কথা কয় না, এদেরি জিজ্ঞাসা করে-দেখি—জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি হবে? এঁরা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তারি চিকিৎসা হচ্যে। এদিগে দেখি, দেখি অগো রাজা দুর্য্যোধন কোথা জানো? এরা আবার আমাকে দেখে কাঁদ্দে নাগ্‌লো! বুঝি যুদ্ধে এদের কর্ত্তা মরে থাক্‌বেন—ওরাও দেখ্‌চি ভারি বিমর্ষ, তবে কাকে জিজ্ঞাসা করি। ঐ দিক্‌টে গিয়ে একবার দেখি। না ওদিকে কেবল হাহাকার, তবে কাকেই বা জিজ্ঞাসা কর্‌বো? আ! কি হলো, সকলই একেবারে গেল! উঃ—বিধাতা কি কর্‌লেন? রাজা দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, একশত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা যাঁর সহায়, যিনি সপ্তদ্বীপ সসাগরা পৃথিবীর রাজা, তাঁর কি দুর্দশা—তিনি যে এখন কোথায় আছেন তা কেউ বলতে পারে না। (দীর্ঘ-

নিশ্বাস) হুঁ না হবেই কেন বলো? বিদুরের কথা অবহেলা করাই বীজ, ভীষ্মের উপদেশ না শোনাই অঙ্কুর, শকুনির উৎসাহ প্রদানই মূল, পাশাখেলাই বৃক্ষ, দ্রৌপদীর অপমানই পুষ্প, এখন সময় পেয়েই তারি এই সকল ফল ফল্‌লো !!!।

(দূরে নিরীক্ষণ করিয়া) ঐদিকে কে শুয়ে আছে না ? (কিঞ্চিৎগিয়া দেখিয়া সবিষাদে) এ কি রাজা দুর্য্যোধনই যে ! আহা! পয়ঃফেন নিভ স্বর্ণপর্য্যঙ্কে যিনি শয়ন করে থাকেন, ধূল্য-বলুণ্ঠিত-শরীরে ভূতলে তিনিই শয়ন করে রয়েছেন, দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (অগ্রে গিয়া) মহারাজের জয় হোক।

দুর্য্যো। (চৈতন্য পাইয়া) সারথি, এসময় কে আমার জয় ঘোষণা কচ্চো ?

সার। মহারাজ যুদ্ধস্থলহতে সুন্দরক এসেছে।

দুর্য্যো। (উঠিয়া) সুন্দরক, আমার কর্ণের কুশল ?

সুন্দ। হাঁ এখনো তিনি বেঁচে আছেন, তাঁর শরীরেরই কুশল।

দুর্য্যো। কেন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে তাঁর কি সব গেছে? ঘোড়া গেছে, সারথি গেছে, রথ ভগ্ন হয়েছে ?।

সুন্দ। আজ্ঞে না রথভগ্ন হয় নাই—মনোরথই ভগ্ন হয়েছে। তিনি ভারি মনস্তাপ পেয়েছেন।

দুর্য্যো। কেন কেন কি হয়েছে, যুদ্ধের বৃত্তান্ত সবিশেষ বল দেখি শুনি।

সুন্দ। আজ্ঞে বলি – যুবরাজ দুঃশাসনের তো বধ—

দুর্য্যো। হাঁ ও কথা শোনা হয়েছে—তারপর।

সুন্দ। তারপর সেনাপতি কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই দুরাত্মা ভীমের প্রতি অনবরত বাণ বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

দুর্য্যো। তারপর।

সুন্দ। তারপর উভয়পক্ষের সৈন্য সেই খানেই গে মিল্‌লো, ধূলোতে একেবারে দিগআচ্ছন্ন হলো, সেই ধূলোর অন্ধকারের মধ্যে প্রলয় কালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এক একবার গভীর সিংহনাদ হতে লাগ্‌লো, অস্ত্রের প্রভাও বিদ্যুতের-ন্যায় প্রকাশ পেতে থাক্‌লো।

দুর্য্যো। অর্জ্জুন তখন কোথায়?

সুন্দ। অর্জ্জুন তখন কৃপাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে ছিল, এই সময় পাছে ভীম পরাস্ত হয় এই ভয়ে কৃষ্ণ সেই অর্জ্জুনের রথ সেখানে নে গিয়ে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন, সেশব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হলো।

দুর্য্যো। হুঁঃ ঐই সকল নষ্টকর্লে, পাণ্ডবদের ক্ষমতা কি, সবইতো উঁরি কৌশল। বেটা প্রতিজ্ঞা করেছিল ভারতযুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্বে না, ভীষ্মতো সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়েছেন।

স্থন্দ। না, অস্ত্রতো ধরেন নাই, রথচক্র ধরেছিলেন বটে।

দুর্য্যো। হাঁ তাই হলো, ওর কত চক্র আছে কে বুঝ্তে পারে বলো।

সুন্দ। তার পর বৃষসেন দেখ্লে ভীম অর্জ্জুন দুজনে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে নাগ্লো দেখে ক্রোধে বাণ বর্ষণে অর্জ্জুনের রথ একেবারে আচ্ছন্ন করে সিংহনাদ করে উঠ্লো।

দুর্য্যো। আঁ বলোকি! আমাদের বৃষসেন? তার পর তার পর।

সুন্দ। অর্জুন বল্লে অরে বৃষসেন তোর পিতা কর্ণও আমার যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারে না, তুই বালক কোথা আছিস্, তুই অন্য কোন বালকের সঙ্গে গে খেলা কর। এই কথা বল্লে বৃষসেন আর কোনই উত্তর কর্লে না বাণবর্ষণে অর্জুনের শরীর ক্ষতবিক্ষত কর্তে লাগ্লো।

দুর্য্যো। (আহ্লাদে) ভাল বৃষসেন ভাল! তার পর তার পর।

সুন্দ। তার পর অর্জ্জুন বৃষসেনের বাণে ব্যথিত হয়ে ক্রোধে একটী আশ্চর্য্য রত্নপ্রভাযুক্ত শক্তি বৃষসেনের প্রতি নিক্ষেপ করলে, শক্তিটী আকাশে উঠে অগ্নির ন্যায় জ্বলতে লাগলো, অর্জ্জুন অহংকার করে বল্লে ওরে দুর্য্যোধন ওরে কর্ণ ওরে কৌরব সেনাপতি সকল, তোরা সকলে মিলে আমার অসমক্ষে আমার অভিমন্যুকে বিনাশ করেছিস এখন আমি তোদের সকলের সমক্ষে তোদের বৃষসেনকে সংহার করি।

দুর্য্যো। ওঃ দুরাত্মা অর্জ্জুনের কি গর্ব্ব! তার পর।

সুন্দ। অর্জ্জুনের ঐ কথা শুনে কুরুসেনামধ্যে হাহাকার উঠলো, কর্ণের হাত থেকে ধনুর্ব্বাণ পড়ে গেল, চক্ষু দিয়ে জল পড়তে লাগলো, মুখে আর কথা নাই, কর্ণ অমনি দাঁড়িয়ে রৈলেন।

দুর্য্যো। (সভয়ে) আঁ! তার পর কি হলো।

সুন্দ। মহারাজ বালকের ক্ষমতা দেখুন, বৃষসেন সিংহনাদ করে একবাণে অর্দ্ধপথেই সে শক্তি চ্ছেদন করে ফেললে।

দুর্য্যো। (আহ্লাদে) ভাল বৃষসেন! না হবে কেন, কর্ণের পুত্র কি না?। তার পর।

সুন্দ। মহারাজ বৃষসেন যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ করলে এমন যুদ্ধ দেখি নাই, দেখ্‌লে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু অনেকক্ষণ যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে কি হলো কিছুই টের পেলেম না, হঠাৎ পাণ্ডবদের সৈন্যমধ্যে কোলাহল উঠ্‌লো, কুরুসেনা পক্ষে হাহাকার পড়েগেল, মহারাজ বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, দেখ্‌লেম সারথি নাই ঘোড়া নাই বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বাণে বিদীর্ণ, বৃষসেন ভূতলে পড়ে রয়েছে।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) সুন্দরক আর কি বল্‌বে? বোঝা গেছে, আমার বৃষসেন নাই বলনা, কেন সর্ব্বনাশই হয়েছে। (সরোদনে) হা—বৃষসেন, বাছা তুমি কোথা গেলে, তুমি অতি প্রিয়ম্বদ ছিলে, আমার প্রতি তোমার অসাধারণ ভক্তি ছিল, তোমার বিরহে আমি কিরূপে প্রাণধারণ কর্‌বো, কর্ণই বা কিরূপে বাঁচ্‌বে? তুমি কর্ণের বংশধর, তোমার সেই মনোহর মুখচন্দ্র, সেই কমনীয় নয়নযুগল, আহা নবযৌবনে কিবা শোভাই হয়েছিল। কর্ণ এখন তোমার সেই মৃত মুখ নিরীক্ষণ করে কি আর দেহধারণ কর্‌তে পার্‌বে। হায় কি সর্ব্বনাশই ঘট্‌লো! (অত্যন্ত রোদন)।

সার। মহারাজ আর রোদন কর্‌বেন না, অদৃষ্টে সকলেই ঘটে।

দুর্য্যো। সারথি আমার অদৃষ্টে কি এত দুঃখই ছিল!

সার। আর শোক কর্‌লে কি হবে মহারাজ।

দুর্য্যো। না আমার আর শোক কি? এইরূপ কত শত বন্ধুবান্ধব গেল, শোকও নাই দুঃখও নাই, হৃদয় পাষাণ হয়েছে। সুন্দরক, এখন সখা কর্ণ কি কচ্যেন?

সুন্দ। তিনি পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ মানসে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে উদ্যত হলেন, তা দেখে ভীম, নকুল, সহদেব সকলেই অর্জুনকে রক্ষা কর্‌তে এসে অর্জুনের রথ বেষ্টন করে রয়েছে। শল্য কর্ণকে, নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা কর্‌লেন, কিন্তু কর্ণ অত্যন্ত শোকার্ত্ত, তিনি আমাকে ডেকে নিজ শরীরের রক্তদ্বারা এই পত্রখানি লিখে মহারাজের নিকটে পাঠিয়ে দিলেন পত্র দেখুন আপনি। (পত্র প্রদান)।

দুর্য্যো। সারথি পত্র পাঠ করো তো শুনি—সখা কর্ণ কি লিখেছেন?

সার। যে আজ্ঞা (পত্র পাঠ) শুনুন মহারাজ।

"মহারাজাধিরাজ দুর্য্যোধনের জয় হউক, আমি কর্ণ, মানসে ভবদীয় কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থল হইতে নিবেদন করিতেছি, মহারাজ আপনি সর্ব্বদা বলিতেন সখা কর্ণ তুমি বীর চূড়ামণি, তোমার তুল্য বীর ত্রিভুবনে নাই, তুমি আমার একশত ভ্রাতা অপেক্ষা প্রিয়, তোমার সাহায্যই আমি পাণ্ডব জয় কর্‌বো" এই সকল কথা আপনি সর্ব্বদাই বলিতেন কিন্তু আমি কি কর্‌লেম? দুঃশাসনের শত্রু যে ভীম তাকেও বিনাশ কর্‌তে পার্‌লেম না! এক্ষণে আপনি বাহুবল প্রকাশি করে অথবা রোদন করে দুঃখ নিবৃত্তি করুন্ আমি বিদায় হলেম"।

দুর্য্যো। [সবিষাদে) সারথি, কর্ণ কি এই লিখেছেন। [ঊর্দ্ধদিগে চাহিয়া] সখা কর্ণ, আমি একে বৃষসেনের শোকে দগ্ধ হচ্চি আবার আমাকে বাক্যবাণে কেন বিদ্ধ কর ভাই? সুন্দরক, সখা এখন পত্র পাঠিয়ে কি কচ্যেন।

সুন্দ। তিনি আপনার মরণ ইচ্ছা করে শরীরের কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ প্রার্থনা কচ্যেন।

দুর্য্যো। তুমি সত্বর যাও, গিয়ে তাঁকে বলো, মরণই শ্রেয়ঃ এটা আমারো মত, কিন্তু এখন নয়, আগে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করি, করে

সুখীই হই বা দুঃখীই হই—শত্রুদের পরিবারের সঙ্গে কিছু দিন রোদন কর্‌তে হবে। তার পর দুই সখাতে একত্রে প্রাণত্যাগ কর্‌বো, এখন এই ভাবনা করাই উচিত যে দুঃশাসন যেন আমার ভাই নয় বৃষসেনও যেন তোমার পুত্র নয়। সুন্দরক শীঘ্র যাও।

সুন্দ। যে আজ্ঞে (প্রস্থান)।

দুর্য্যো। সারথি, রথের শব্দ হচ্ছিল হঠাৎ নিবৃত্ত হলো কেন দেখ তো?।

সার। মহারাজ আপনার পিতা মাতা আস্‌চেন।

দুর্য্যো। (উৎকণ্ঠিতভাবে) কি সর্ব্বনাশ! আমি কি করে এখন তাঁদের কাছে মুখ দেখাবো?—সারথি, তুমি গিয়ে বল দুর্য্যোধন এখানে নাই।

সার। সেকি মহারাজ? একশত পুত্রের মধ্যে কেবল আপনিই আছেন, আপনি যদি দেখা না করেন তাঁরা যে অত্যন্ত দুঃখ পাবেন, সেটা কি উচিত? তাঁদের আর কে আছে বলুন দেখি।

দুর্য্যো। সে সত্য, কিন্তু আমি এখন কি করে দেখা করি, দুঃশাসনের সঙ্গে তাঁদের কাছে বিদায় লয়ে এসেছিলেম অদৃষ্টাধীন দুঃশাসনকে হারিয়েছি, এখন একা তাঁদের নিকটে

কি করে মুখ দেখাবো কিইবা বল্‌বো।

সার। কি কর্‌বেন মহারাজ,প্রবোধ প্রদান করুন, দুটো কথা বলুন, বলে সান্ত্বনা করুন, আর কি কর্‌বেন। [পথ নিরীক্ষণ]।

(কিঞ্চিদ্দূরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও সঞ্জয়ের প্রবেশ)

ধৃত। সঞ্জয় আমার দুর্য্যোধন কি বেঁচে আছে, কোথা আছে ?।

গান্ধা। হাঁ সঞ্জয় কোন্ বৃক্ষের তলাতে আমার দুর্য্যোধন আছে—সেখানে আমাদের নিয়ে যাও।

সঞ্জয়। আসুন্ আপনারা, ঐযে মহারাজ দুর্য্যোধন বটবৃক্ষের তলায় একাকী বসে আছেন।

গান্ধা। (সরোদন) বাছা আমার দুর্য্যোধন একাকী আছে বল্‌লে কেন, আর তার একশ ভাই কোথায় ?।

সঞ্জয়। (অগ্রে গিয়া) মহারাজের জয় হউক, মহারাজ আপনার পিতা মাতা এসেছেন।

ধৃত। কৈ আমার দুর্য্যোধন কোথা, এস বাপু কোলে এস।

গান্ধা। কেন বাছা, কিছু বল্‌চ না যে ? যুদ্ধে কি শরীরে বড় ব্যথা হয়েছে। (গাত্রে হস্ত প্রদান)

ধৃত। কেন বাপু কথা কও না? তোমার এমন ব্যবহার তো কখনই দেখি নাই।

গান্ধা। (সরোদনে) বাছা তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কও তবে আর কে কথা কবে, আমাদের আর কে আছে? আর দুঃশাসন নাই দুর্ম্মর্ষণও নাই।

দুর্য্যো। (লজ্জিতভাবে) আমি এই নির্ম্মল কুরুকুলের কুসন্তান, আপনারা আমাকে কি পুত্র বলেন? আমা হতেই তো আপনাদের সব গেল, আপনাদিগের যে অনবরত চক্ষুর জল পড়্‌চে তার কারণই তো আমি।

গান্ধা। আর ক্ষোভ কর্‌লে কি হবে, বাছা তুমি আমাদের অন্ধের যষ্টি, তুমি আমার বেঁচে থাক।

দুর্য্যো। না মা, এ তোমার অসঙ্গত কথা, আমা হতেই তোমার এক শত সন্তান গেল আমাকে এখনো বাঁচ্‌তে বল্‌চো।

সঞ্জয়। সেকি মহারাজ, এমন কথা বল্‌বেন না।

দুর্য্যো। আর বল্‌বো না? তুমিও যেমন সঞ্জয়, আমি একা বেঁচে থেকে কি হবে।

ধৃত। (উভয় হস্তে দুর্য্যোধনের শরীর অবমর্ষণ করত) বাপু দুর্য্যোধন দুটো কথা বলে আমা-

কে আশ্বাস দেও, তোমার দুঃখিনী জননীকে আশ্বাস দেও।

দুর্য্যো। এখন আপনাদের আর কি আশ্বাস? তবে কিনা যেমন আপনারা পুত্রশোকে কাতর হয়েছেন কুন্তীও সেইরূপ হউক এই আশ্বাস।

গান্ধা। তবু আমার অদৃষ্ট ভাল বাছা তুমি আমার বেঁচে আছ, তা যা হবার হয়েছে, আর যুদ্ধ করো না, আমি হাতযোড় করি, আমাকে ক্ষমা কর, বাবা, আমার কথা রাখ।

ধৃত। হাঁ বাপু তোমার মায়ের কথা শোন। দেখ আর কেউ নাই। বাপ্ তুমিই বিবেচনা কর দেখি ভীষ্ম কত বড় বীর ছিলেন? অর্জুন সে ভীষ্মকেও জয় করেছে, পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই এখন অর্জ্জুনকে কালান্তক বোধ কচ্চে, তোমাকে বধ করাই তাদের শেষ প্রতিজ্ঞা, তা বাপু আর অভিমান করো না, আমাদের কথা রাখ—আর যুদ্ধে যেয়ো না।

দুর্য্যো। আপনারা যুদ্ধ কর্তে নিষেধ কচ্চেন তা এখন যুদ্ধ না করে কি করি?

গান্ধা। তোমার খুড়ো বিদুর যা বলেন তাই এখনো শোন।

সঞ্জ। হাঁ মহারাজ তাই শোনা উচিত।

দুর্য্যো। সঞ্জয়, আরো উপদেশ শুন্‌তে হবে হাঁ?

সঞ্জয়। অমন কথা মহারাজ বল্‌বেন না, যত দীন বাঁচ্‌তে হয় ততদিনই বিজ্ঞ লোকের উপদেশ শুন্‌তে হয়।

দুর্য্যো। (ঈষৎ ক্রোধে) আচ্ছা সঞ্জয় তুমি ও তো বিজ্ঞ, বল দেখি কি উপদেশ বল্‌বে।

ধৃত। ও কি বাপু, সঞ্জয়ের উচিত কথাতে রাগ করো? তা যদি শোনো আচ্ছা আমিই বল্‌চি শোন দেখি।

দুর্য্যো। বলুন কি বল্‌বেন।

ধৃত। অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, তুমি আর যুদ্ধ করো না। যুধিষ্ঠির যা চেয়ে ছিল তাই দে এখনো সন্ধি করো।

গান্ধা। হাঁ বাছা তাই কর।

দুর্য্যো। মা আমার পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়েছেন বিশেষত স্ত্রীলোক হিতাহিত বোধ কি? সঞ্জয়তো মূর্খ,তা পিতা আপনারও এমন বুদ্ধি হলো? যখন আমার সকল ছিল, কৃষ্ণ এসে সন্ধির প্রস্তাব কর্‌লেন, তখন আমি অস্বীকার করলেম, এখন আমার একশ ভাই গেছে, পিতামহ গেছেন, দ্রোণাচার্য্য গেছেন, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব সব গেছে, কেউ নাই, এখন আমি

রাজা দুর্য্যোধন, অপমান স্বীকার করে একটা মাংস পিণ্ড শরীর, এর নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সন্ধি কর্‌বো, এ শরীর রেখে ফল কি? ওহে সঞ্জয় তুমি তো নীতিজ্ঞ তা বল দেখি রাজারা দুর্ব্বল শত্রুর সঙ্গে কি সন্ধি করে? আমি এখন দুর্ব্বল হয়েছি আমার কেউ নাই, পাণ্ডবেরা সকলেই জাজ্বল্যমান আছে, তারা এখন সন্ধি কর্‌বে কেন?।

ধৃত। হাঁ তা বটে কিন্তু যুধিষ্ঠির আমি বললে সন্ধি করতে পারে, সে এখনো আমার অবাধ্য হবে না। আর সন্ধি করা তার সম্পূর্ণ মত, যুদ্ধে তার বড় ইচ্ছা নাই।

দুর্য্যো। কেন নাই।

ধৃত। যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা আছে, একটী ভাই মলে সে প্রাণ রাখ্‌বে না, তা যদি যুদ্ধে কারো অমঙ্গল হয় তবেই তো বিভ্রাট্, এই নিমিত্ত সন্ধি কর্‌তে সে একান্ত ব্যাগ্র।

গান্ধা। হাঁ সে কথা সত্য।

সঞ্জয়। তা বটেই তো।

দুর্য্যো। তা দেখুন দেখি পিতা, যুধিষ্ঠির একটী ভাই মলেই প্রাণত্যাগ কর্‌বে প্রতিজ্ঞা করেছে, আর আমার একশ ভাই মরেছে, আমি

বাঁচতে চেষ্টা কর্‌বো?।

গান্ধা। তা কি কর্‌বে বাছা।

দুর্য্যো। কেন কি কর্‌বো কেন? যে ভীম দুঃশাসনের রক্ত খেয়েছে তাকে সংহার কর্‌বোনা?

গান্ধা। (সরোদনে) হা বাছা দুঃশাসন! হা দুর্ম্মর্ষণ! হা বিকর্ণ! তোরা সকলে কোথা গেলি? হায় আমিতো একশ পুত্র প্রসব করি নাই একশটী শোকই কি প্রসব করেছি!!!

(সকলের রোদন)

সঞ্জ। এ কি, আপনারা মহারাজাকে প্রবোধ দিতে এসে সকলেই শোকে অভিভূত হলেন্‌।

ধৃত। বাপু দুর্য্যোধন, আমাদের আর কেউ নাই, তুমি এখনো অভিমান পরিত্যাগ কর।

দুর্য্যো। পিতা অধিক কথা বলা বাহুল্য, সগর রাজার দশাই আমার ঘটেছে, সগর রাজার সন্তানেরা কি পর্য্যন্ত পরাক্রান্ত ছিল বলুন্‌ দেখি? কিন্তু পরিণামে সকলই গেল, আপনারও তাই হয়েছে। তা সে যা হউক, আমাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিতে হবে, অনুমতি দিন, তা নইলে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম থাকে না।

(নেপথ্যে মহাশব্দ)

গান্ধা। সঞ্জয় যুদ্ধস্থানে এমন শব্দ হচ্চে কেন?

সঞ্জয়। যুদ্ধে কত প্রকার শব্দ হয়ে থাকে।

গান্ধা। না বাছা, এ অতি ভয়ানক হাহাকার ধ্বনি, বিশেষ কিছু ঘটে থাক্‌বে।

দুর্য্যো। আপনারা আমাকে এই সময় যুদ্ধের অনুমতি দিন্‌, আমার কপাল অতি মন্দ, আবার কে কোন অমঙ্গল সম্বাদ এনে দিবে।

গান্ধা। বাছা আর একটু থাক।

ধৃত। বাপু নিতান্তই যদি তুমি শত্রুবধে উদ্যত হয়ে থাকো, তা একটা কথা বলি—ভাল গোপনে শত্রুদের কোন অনিষ্ট চেষ্টা কর্‌লে হয় না।

দুর্য্যো। হঁা গোপনে! তারা সমক্ষে সকল সংহার কচ্চে আমি গোপনে আবার কি কর্‌বো।

গান্ধা। বাছা তুমি একা আর কেউ নাই, কি করে যুদ্ধ কর্‌বে।

দুর্য্যো। মা আমি একা বটে কিন্তু বিধাতা যদি এখনো অনুকূল হন—ক্ষণকাল মধ্যে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য কর্‌তে পারি।

(সারথির প্রবেশ)

সারথি। (সবিষাদে) হায় মহারাজ কি সর্ব্বনাশ হলো।

দুর্য্যো। কি হয়েছে কি হয়েছে ?

সারথি। আর কি হয়েছে। (সরোদনে) মহাবীর কর্ণ আজ রণশায়ী হলেন!।

দুর্য্যো (সবিষাদে) কি বল্‌লে, সখা কর্ণ নাই ?

(ভূতলে পতন ও সকলের শুশ্রূষা)

ধৃত। হায় সকলই গেল! ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আমার একশত পুত্র কেহই রৈল না। হায় বিধাতা তোর মনে এই ছিল! বাপু দুর্য্যোধন ওঠ ওঠ।

গান্ধা। বাছা ওঠ আর কি কর্‌বে।

দুর্য্যো। (উঠিয়া) সখা কর্ণ, তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ কর্‌লে কেন ভাই? আমি তোমার কি অপরাধ করেছি, বৃষসেনই কি তোমার এত প্রিয় ছিল তারি সঙ্গে গেলে। (অত্যন্ত রোদন) আমার অদৃষ্টে কি হলো? আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় যে কর্ণ সেও গেল এখনো আমি বেঁচে আছি কি লজ্জা!

ধৃত। বাপু আর শোক করো না।

দুর্য্যো। কৈ পিতা আমি শোক কচ্চি? আমার শোক নাই দুঃখও নাই, আমার সকল গেল তাতে শোক কি? চিরকাল কিছু সকলের সকল থাকে না। তবে কি জানেন শত্রুতে মার্‌লে এই ক্ষোভ (সরোদনে) আমি সে

শত্রুর কিছু কর্‌তে পাচ্যিনে এই আক্ষেপ।

গান্ধা। আর কেঁদো না।

ধৃত। আর রোদন করো না।

সঞ্জ। মহারাজ শান্ত হোন, রোদন কর্‌লে কি হবে।

দুর্য্যো। আপনারা বলেন কি? আমার সখা কর্ণ আমার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্‌লে কেউ নিবারণ কর্‌লে না আর আমি তার নিমিত্ত একটু রোদন কর্‌বো তাও আপনারা নিবারণ করেন? সারথি, এ কর্ম্ম কার, কে আমার কর্ণকে বধ করেছে?

সার। আজ্ঞে অর্জ্জুনই তাঁকে মেরেছে।

দুর্য্যো। অর্জ্জুন মেরেছে বটে। আচ্ছা, কর্ণের মুখচন্দ্র মনে হওয়াতে শোকসাগর বৃদ্ধি পেয়েছিল এখন ক্রোধময় বাড়বানল এসে সেই শোকসাগর শোষণ করে ফেল্‌লে, পিতা-মাতা আমাকে অনুমতি করুন্ আমি যুদ্ধে যাই, কর্ণের শত্রু অর্জ্জুনকে আর দুঃশাসনের শত্রু ভীমকে সংহার করে আসি।

ধৃত। এমনি ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু সেই দুর্দান্ত ভীমকে মনে হলে তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে ইচ্ছা হয় না।

গান্ধা। যে আমার একশ সন্তান খেয়েছে সেই সর্ব্বনেশে ভীমের সঙ্গে আবার তুমি যুদ্ধ কর্‌তে যাবে ? কখনো যেয়োনা।

দুর্য্যো। না মা বারণ করবেন না।

ধৃত। তা যদি নিতান্তই যুদ্ধে যাও কাকেও সেনাপতি কর্‌লে হয় না ?

দুর্য্যো। করা গেছে।

ধৃত। কাকে সেনাপতি কর্‌লে শল্যকে না অশ্বত্থামাকে ?

দুর্য্যো। আর শল্যতেও প্রয়োজন নাই, অশ্বত্থামাতেও প্রয়োজন নাই। আমি চক্ষুর্জ্জলে এবার আত্মাকেই সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করেছি, এ সেনাপতি হয় ভীমার্জুনকে বিনাশ কর্‌বে না হয় আত্মাকে বিসর্জ্জন দিবে।

(নেপথ্যে)

অহে সৈন্যগণ, রাজা দুর্য্যোধন কোথায় জানো ? তোমাদের ভয় কি, তোমরা পালাও কেন—বলোনা।

সার। এই দুজনে এসে আপনাকে তত্ত্ব কচ্চো।

দুর্য্যো। দুজন কে কে।

সার। ভীম আর অর্জ্জুন।

গান্ধা। (সভয়ে) কিহবে এখন ?

দুর্য্যো। আসুক এইগদা আছে।

গান্ধা। (সরোদনে) আমি অভাগিনী আমার ভাগ্যে আবার কি ঘটে।

দুর্য্যো। মা ভয় কি, সঞ্জয় তুমি এঁদিগের শিবিরে নিয়ে যাও, আমি শোক শান্তি কর্‌বার লোক পেয়েছি। (গদাগ্রহণ)

ধৃত। বাপু ক্ষণকাল বিলম্ব করো দেখি—ওরা কি ভাবে আস্‌চে।

[নিরস্ত্রভাবে ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ]

ভীম। ওহে দুর্য্যোধনের অনুগত লোক সকল, যে দুর্য্যোধন পাশাখেলায় পাণ্ডব দিগকে বঞ্চনা করেছিল, যে দুর্য্যোধন বিষপ্রদান জতুগৃহে বাস প্রদান করেছিল, যে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ বস্ত্রাকর্ষণ করেছিল, পাণ্ডবেরা যে দুর্য্যোধনের দাস, যে দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি একশত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ, অঙ্গদেশাধিপতি বীর চূড়ামণি কর্ণ যে দুর্য্যোধনের সখা, আমরা ক্রোধকরে আসিনাই সেই দুর্য্যোধনের সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে এলেম, তোমরা বলো সে কোথায়।

ধৃত। সঞ্জয়, এ যে বড় আস্ফালন কচ্চে।

সঞ্জ। আজ্ঞে—কাযে করেছে এখন কথায় বল্‌চে।

দুর্য্যো। সারথি বলোগে দুর্য্যোধন এখানেই আছে।

সার। যে আজ্ঞা। (অগ্রে গিয়া) অগো রাজা দুর্য্যোধন এখানেই আছেন, পিতা মাতার সঙ্গে কথা কচ্যেন।

অর্জ্জুন। (সানুনয়ে) মেজ্‌দাদা, ক্ষমা করুন্‌, আর গিয়ে কায নাই, তাঁরা একে পুত্রশোকে কাতর গেলেই উৎকণ্ঠিত হবেন, প্রয়োজন কি চলুন্‌ আমরা শিবিরে যাই।

ভীম। ওরে মূর্খ, তাঁরা গুরুলোক, আসাগেছে-ত প্রণাম করে যাব্‌ না? (অগ্রে গিয়া) ওহে সঞ্জয়, জেঠামহাশয়কে জেঠাইকে আমাদের প্রণাম জানাও, অথবা থাক আমরাই যাচ্যি। (আগমন করত অর্জ্জুনের প্রতি) ও হে ভাই আগে নাম করে যে কর্ম্ম করে এসেছ তা বলে পরে গুরুলোককে প্রণাম করা উচিত।

অর্জ্জুন। জেঠামোশাই জেঠাইমা, আপনাদের দুর্য্যোধন যে কর্ণের সাহায্যে পাণ্ডব জয় কর্‌বে মনে করেছিল, যে কর্ণ অহঙ্কারে পৃথিবীকে তৃণ তুল্য বোধ করিত, সেই কর্ণকে আমি সংহার করে এলেম, আমি অর্জ্জুন প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

ভীম। হাঁ বেশ বলেছ, আমিও বলি, জেঠামোশাই যে ভীম কুরুকুল নির্ম্মূল করেছে, দুঃশাসনের রক্ত পান করেছে, এরপর দুর্য্যোধনকেও নিধন কর্‌বে, সেই ভীম আপনাদিগকে প্রণাম কচ্চে। (প্রণিপাত)

ধৃত। (সক্রোধে) ওরে দুরাত্মা, এখানে আমাকে আবার ক্লেশ দিতে এলি, যুদ্ধে জয় লাভ করা এতো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই, তার একটা গর্ব্ব কি ?

ভীম। জেঠামোশাই ক্রোধ করেন কেন ? সভা মধ্যে যারা সেই পাপকর্ম্ম করেছিল তাদের প্রতিফল দিছি তাই আপনাকে বল্‌তে এসেছি। বাহুবল জানাতেও আসি নাই, অহঙ্কার প্রকাশ কর্‌তেও আসি নাই। আপনার কি সে দিন স্মরণ নাই ?

দুর্য্যো। অরে দুরাত্মা, তোরা যে গর্হিত কর্ম্ম করে ছিস্‌ এঁরা বৃদ্ধ, এঁদের কাছে এসে তার আবার শ্লাঘা করিস্‌ ? তোরাত আমার দাস, পাশাখেলায় জিতেছি, আর দ্রৌপদী আমার দ্যূতদাসী, তার কেশাকর্ষণ করেইছিত বটে, তা আমি করেছি আমাকেই মার্‌বি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ এঁরা কি করেছিলেন যে, এঁদের বিনাশ কর্‌লি। করে ছিস্‌ করেই

ছিস্ আমাকেত এখনো জয় কর্‌তে পারিস্‌নি—এখনি এত গর্ব্ব! অরে দুরাত্মা, আয় তোদের এখনি যমের বাড়ি পাঠাই।

(মারিতে উদ্যত, দুর্য্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্র ধরিয়া বসাইলেন। ভীমের ক্রোধ)

অর্জ্জুন। মেজ্‌দাদা ক্রোধে প্রয়োজন কি, আমরা কাযে করেছি ও মুখে দুটো দুর্ব্বাক্য বল্‌বে বৈত নয়—বলুক্‌ না।

ভীম। কেন ওর কথা সহ্য কর্‌বো, (দুর্য্যোধনের প্রতি) অরে কুলাঙ্গার, তোকে এখনি দুঃশাসনের পথে পাঠাতেম, এখানে এঁরা রয়েছেন তাই বেঁচে গেলি।

দুর্য্যো। অরে পাপাত্মা পাণ্ডবাধম, জানিস্‌নে এই গদা প্রহারে আমি তোকে সংহার কর্‌বোই কর্‌বো।

ভীম। হাঁ তা করবি বৈ কি, পারিস্ আর না পারিস্—কে কাকে সংহার করে দেখিস্। তোর আসন্নকাল উপস্থিত হয়েছে তা আজ্ থাক কালি তোকে বিনাশ করে তোর রক্তে আপনার শরীর ভূষা কর্‌বো।

নেপথ্যে।

অগো ভীম অগো অর্জ্জুন, মহারাজ যুধিষ্ঠির

আজ্ঞা কর্‌লেন যুদ্ধে বন্ধু বান্ধব কে কে মরেছে অন্বেষণ করে তাদের দাহাদি কর, বেলা নাই সৈন্য সকল ফিরাইয়ে শিবি্‌রে এস।

উভয়ে। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

নেপথ্যে।

অরে অর্জ্জুন, বড়যে যোদ্ধা তুই, এখন পালাস্‌ কোথা? এত দিন আমি কর্ণের উপর রাগ করে অস্ত্র ধারণ করি নাই তাই বীর নাই বলে যুদ্ধে যশোলাভ করেছিলি, জানিস্‌নে আমি অশ্বত্থামা—আমি পাণ্ডব কুলের দাবানল, আমার পিতার অপমান হয়েছে—আমি কি তোদের ছাড়্‌বো?

ধৃত। (শুনিয়া আহ্লাদে) দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা আস্‌চে, ও সামান্য ব্যক্তি নয়, ওর পিতা অপেক্ষাও ওর ক্ষমতা অধিক, তুমি ওকে একটু সম্মান কর।

দুর্য্যো। ওকে প্রয়োজন কি?।

ধৃত। না বাপু, বোঝ না, ও বড় বীর, ও হতে অনেক সাহায্য পাবে।

[অশ্বত্থামার প্রবেশ]

অশ্ব। মহারাজের জয় হোক।

দুর্য্যো। এসো।

অশ্ব। মহারাজ, আর আপনার উদ্বেগ নাই। কর্ণ আপনার কত প্রিয়কথা কয়ে ছিল—তার পর তার ক্ষমতা ত দেখ্‌লেন? এখন আমি অস্ত্র ধারণ কর্‌লেম সকল সংহার করিগে অনুমতি করুন্।

দুর্য্যো। (অসহ্য হইয়া) আচার্য্যপুত্র, বলি কর্ণ রণশায়ী হয়েছে এখন তুমি অস্ত্রধারণ কর্‌বে? তা কেন ভাই—আমিও মরি তার পর অস্ত্রধারণ করো, কর্ণেতে আর দুর্য্যোধনেতে বিশেষ কি?

অশ্ব। (সক্রোধে) কি? এখনো কর্ণের প্রতি এত অনুরাগ আমার প্রতি অশ্রদ্ধা! আচ্ছা মহারাজ। (প্রস্থান)

ধৃত। (সবিষাদে) বাপু এ কি হলো, কি কর্‌লে! এমন সময় অমন লোককে চটিয়ে দিলে?

দুর্য্যো। কেন আমি ওকে কি বল্‌লেম, মিথ্যাই বা কি, কর্ণ আমার সখা প্রাণাধিক প্রিয়, আমার সমক্ষে ও সেই কর্ণের মরণ প্রার্থনা করেছে, অর্জ্জুনেতে—আর ওতে বিশেষ কি? ওও শত্রু, অর্জ্জুনও শত্রু।

ধৃত। যা ইচ্ছে করো, তোমার দোষ নাই, আমার

অদৃষ্টেরই দোষ। এখন কি করা যায়। (সঞ্জয়ের প্রতি) সঞ্জয় তুমি যাওতো অশ্বত্থামাকে বলো গে " অশ্বত্থামা তোমার কি মনে নাই, তুমি দুর্য্যোধনের সঙ্গে একত্র গান্ধারীর স্তন-পান করেছিলে, আমি তোমাকে কোলে করে মানুষ করেছি, তা দুর্য্যোধন এখন একশ ভায়ের শোকে ব্যাকুল হয়ে যদি তোমাকে বাৎসল্যভাবে কিছু বলে থাকে তাতে তোমার রাগ করা উচিত নয়, যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা কথায় তোমার বাপ অস্ত্রত্যাগ করে অপমানিত হয়েছেন, এটা ভেবে আপনার ক্ষমতাও মনে করে যা উচিত তাই কোরো।

সঞ্জ। যেআজ্ঞা (প্রস্থান)

দুর্য্যো। আমি যুদ্ধে চল্‌লেম, আর বিলম্ব কর্‌তে পারি নে।

ধৃত। গান্ধারি, তবে চল আমরা আর এখানে কি করি সারথির সঙ্গে শল্যের শিবিরে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

যুদ্ধ শিবির।

[যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী—চেটী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ]

যুধি। (দীর্ঘনিশ্বাস পূর্ব্বক স্বগত) এ কি হলো আঁ! অপার ভীষ্মসাগরও পার হওয়া গেলো, প্রবল দ্রোণানলও নির্ব্বাণ হলো, কর্ণ কাল-সর্প ও শমতা পেলে, শল্যকেও সংহার কর্লেম, প্রায় জয়ইত হয়েছে—তা ভীম হঠাৎ এমন প্রতিজ্ঞাটা কর্লেন কেন? এই প্রতিজ্ঞাতেই যে সকল যায় দেখ্‌চি। (চিন্তা করিয়া কঞ্চুকীর প্রতি) অহে যাওত, শীঘ্র সহদেবকে বল গিয়ে, আজ্‌কেকার সূর্য্যাস্তের মধ্যে যদি দুর্য্যোধনকে বধ না কর্‌তে পারি তবে আপনিই মর্‌বো, ভীম এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাই শুনে দুর্য্যোধন পালিয়েছে, তার অনু-সন্ধানে লোক নিযুক্ত করতে বলোগে, যে ধন্নে-

দিতে পারবে পারিতোষিক দিব ঘোষণা দেওগে, চরসকল গোপনভাবে জল স্থল পর্ব্বত গুহা বনভূমি সর্ব্বত্র তত্ত্বকরুক্।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে।

যুধি। আরো বলো—যেস্থানে পশুপক্ষ্যাদির শব্দ। যেস্থানে দুই ব্যক্তি সঙ্কিতভাবে কথাবার্ত্তা কচ্চে, যেস্থানে রাজার পায়ের চিহ্ন পড়েছে এইসকল স্থান বিশেষ করে অনুসন্ধান যেন করা হয়।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে। (কিঞ্চিৎগিয়া) মহারাজ পাঞ্চালক এসেছে।

যুধি। পাঠিয়েদেও।

কঞ্চু। এই যে এসেছে। আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

(পাঞ্চালকের প্রবেশ)

পাঞ্চা। মহারাজের জয় হোক।

যুধি। কেমন হে কোন সন্ধান পেলে কি?

পাঞ্চা। আজ্ঞে সে দুরাত্মাকে ধরাগেছে।

যুধি। (আহ্লাদে) দেখতে পেয়েছ?

পাঞ্চা। যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করুন।

দ্রৌপ। (সভয়ে) যুদ্ধ হচ্চে?

পাঞ্চা। আজ্ঞে।

যুধি। প্রিয়ে ভয় কি, ভীমের পরাক্রমত জানো? এখনি শত্রু ক্ষয় হবে তার ভাবনা কি? পাঞ্চালক বলতো বাপু, কিরূপে কোথায় তাকে পাওয়া গেল।

পাঞ্চা। শুনুন্ তবে। আপনিতো শল্যকে বধ কর্‌লেন, তারপর সহদেব কর্ণের বংশ ধ্বংস কর্‌তে গেলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদের সেনা রক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন, কৃপ কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা সকলেই পালালো, এরিমধ্যে ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্য্যোধন যে কোথা পলায়ন করেছে তা আমরা কিছুই জান্‌তে পার্‌লেম না।

যুধি। তার পর।

দ্রৌপ। তার পর তার পর।

পাঞ্চা। তার পর কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, তিন জনে একরথে আরোহণ করে সমন্তপঞ্চক প্রভৃতি অনেকস্থান পর্য্যটন কর্‌লেন, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না, আমরা ভারি ভাবিত হলেম্। বলি হা অদৃষ্ট ভগবান্ কি কর্‌লেন! ভীম ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। এমন সময় একজন গ্রাম্যলোক ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে বল্‌লে "মহাশয় ঐ বৃহৎ সরোবরের জলে দুজনে উলেছে দুজনেরই

পায়ের চিহ্ন পড়েছে কিন্তু একজন বৈ উঠে যায় নাই উঠে যাবার পায়ের চিহ্ন একজনের বৈ দেখাযাচ্যে না ”। এইকথা শুনে আমরা শীঘ্র গে দেখ্‌লেম তাই যথার্থ, কৃষ্ণ বল্‌লেন হতেপারে, দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ বিদ্যা জানে, ঐ জলমধ্যেই লুকিয়ে আছে সন্দেহ নাই। ভীম একথা শুনে জলে লম্ফ দিয়ে পড়্‌লেন, পড়ে বল্‌লেন ওরে দুর্য্যোধন তুই না বড় অভিমানী, তোর অভিমান এখন কোথায়, আমি ভীম তোর দুঃশাসনের রক্ত খেলেম কৈ আমাকে মার্‌বি প্রতিজ্ঞা করেছিলি মার্‌লিনে? তুই চন্দ্রবংশে জন্মেছিস এখনো গদা হাতে রেখেছিস্ তবে আমার ভয়ে কোথা লুকিয়ে রৈলি, এই তোর মান, ওরে পশু, তুই গলায় দড়ি দে মর, তুই মৃত্যুভয়ে পালাস্, তুই আমাদের ক্ষত্রিয় কুলের কজ্জলস্বরূপ, এইরূপ তিরস্কার কর্‌লে সেই দুরাত্মা আর লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না সিংহনাদ করে সরোবরের জল আলোড়িত কর্‌তে লাগ্‌লো।

যুধি। তবু উঠ্‌লো না?।

পাঞ্চা। হাঁ উঠ্‌লো বৈ কি, সমুদ্রহতে যেমন কালকূট উঠেছিল সেইরূপ গদাহস্তে জলথেকে উঠ্‌লো।

যুধি। ভাল ভাল ক্ষত্রিয়সন্তান কিনা।

দ্রৌপ। তারপর ই কি যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

পাঞ্চা। উঠেই বল্‌লে অরে ভীম, কি বল্‌ছিলি? আমি রাজা দুর্য্যোধন তোর ভয়ে লুকিয়ে থাক্‌বো? আজ্‌ও পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল কর্‌তে পার্‌লেম না এই লজ্জায় কাকেও মুখ দেখাব না বলে এস্থানে ছিলেম। এই কথা বলে তটে এলো, এসে ভূমে গদা রেখে একবার চারি দিগে চেয়ে দেখ্‌লে, আত্মপক্ষ কেউ কোথা নাই,চ তুর্দ্দিক শূন্য, দেখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌লে। ভীম বল্‌লেন কুরুরাজ, আর বন্ধুবান্ধবের নিমিত্ত শোক কর্‌লে কি হবে? আমরা সকলেই আছি, তোমার আর কেউ নাই, এখন তুমি দুর্ব্বল হয়েছ—তা বলে আমরা সকলই যে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বো তা মনে ভেবোনা, আমরা এমন অভদ্র নই আমরা পাঁচ ভাই যারসঙ্গে পেরেওঠ যুদ্ধ করো নকুল সহদেবের সঙ্গেও কি পার্‌বেনা এমন শক্তিও কি নাই? ভীমের এইরূপ নির্ভৎসনায় দুর্য্যোধনের নয়নে জল এলো। পরে সে চক্ষুর জল মুছে বল্‌লে অরে ভীম কি বল্‌ছিস্? ওকথা বলিস্‌নে, নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির, এরা

তো স্ত্রীলোক বল্‌লেই হয়, এদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌লে আমার অযশ হবে, তবে তুই আমার দুঃশাসনকে মেরেছিস্‌ অর্জুন কর্ণকে মেরেছে তোরা দুজনেই আমার তুল্য শত্রু, কিন্তু আমি তোর সঙ্গেই যুদ্ধ কর্‌বো—তুই গদাযুদ্ধ কতক জানিস্‌।

যুধি। (হাস্য করিয়া) দুর্য্যোধন কি না বল্‌তে পারে, তার পর।

পাঞ্চা। তার পরই ভীমের সঙ্গে গদা যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কৃষ্ণ আমাকে বল্‌লেন পাঞ্চালক মহারাজকে বল গে দুর্য্যোধনকে পাওয়া গেছে, ভীম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন, ক্ষণকাল মধ্যেই শত্রু ক্ষয় হবে তার সন্দেহ নাই। এখন মাঙ্গলিক সামগ্রী সকল আয়োজন কর্‌তে অনুমতি করুন, অদ্যই মহারাজের রাজ্যাভিষেক হবে তার লগ্ন উপস্থিত, রত্নকলস সকল তীর্থজলে পরিপূর্ণ করে রাখতে বলুন, আর আমার প্রিয়সখী দ্রৌপদীর কেশ বন্ধন অনেক দিন হয় নাই, তারো আয়োজন হৌক, ভীম আর পরশুরাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে জয়লাভের আশঙ্কা কি?

দ্রৌপ। (পরমাহ্লাদে) সখা কৃষ্ণ যা বলেছেন

তা অবশ্যই হবে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

পাঞ্চা। না না এ আশীর্ব্বাদ নয়, এ তাঁর আদেশ, আপনারা আয়োজন করুন্।

যুধি। তাঁর আজ্ঞা অবশ্য—অহে কে আছে হে, কৃষ্ণ আজ্ঞা করেছেন সকল আয়োজন করো।

কঞ্চু। আমরা সে সকল প্রস্তুত করাইয়ে রেখেছি।

যুধি। তবে যাও, পাঞ্চালককে পারিতোষিক দিতে বল গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (পাঞ্চালকের সহিত প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

অহে কে আছ হে, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, জল দেও জল দেও।

[মুনিবেশধারী-চার্ব্বাক রাক্ষসের প্রবেশ]

চার্ব্বা। ওহে আমি অতিথি, বড় পিপাসা।

যুধি। (আদর পূর্ব্বক উঠিয়া) আসুন্ আসুন্ বসুন্।

চার্ব্বা। (বসিয়া) আপনিও বসুন্।

যুধি। হাঁ বস—প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

চার্ব্বা। (স্বগত) আমি দুর্য্যোধনের সখা, দেখি যদি পাণ্ডবদের কোন অপকার কর্‌তে পারি (প্রকাশে) থাক—প্রণাম করা এখন থাক্ আগে জল একটু আনিয়ে দেও।

যুধি। ওরে কে আছে শীঘ্র জল আন। আপনি কোথা গেছিলেন এমন পরিশ্রান্ত হলেন কিসে।

চার্ব্বা। আমরা মুনি ঋষি লোক, ইচ্ছা হলো তাই ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ দেখ্‌তে গিছিলেম, এই শরৎকালের রৌদ্র, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারি পিপাসাটা হয়েছে।

(খাদ্যদ্রব্য সহ চেটীর জলানয়ন)

যুধি। জল খাউন আপনি।

চার্ব্বা। হাঁ খাই—তুমি কি ক্ষত্রিয় ?

যুধি। আজ্ঞে হাঁ।

চার্ব্বা। তবে কি করে জল খাবো ? যুদ্ধে তোমাদের জ্ঞাতি গোত্র মচ্চ্যে, অশৌচ যে ? তা বরং এই ছায়াতে ক্ষণেক বসি।

দ্রৌপ। (চেটীর প্রতি) তুমি মুনিঠাকুরকে একটু বাতাস করো। (চেটী বাতাস করিতে লাগিল।)

চার্ব্বা। ওঃ কি ভয়ানক যুদ্ধ ! অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের সঙ্গে যে যুদ্ধ কর্‌লেন।

কঞ্চু। অর্জ্জুন নন ভীম।

চার্ব্বা। আঃ কি পাপ ! এ বুড়োটা কে হাঁ! না জেনে শুনে কোন কথা বলা উচিত হয় না,

আমি দেখে এলেম অর্জ্জুন—ও এখান থেকে বল্‌লে ভীম।

যুধি। আপনি ক্রোধ করবেন না, আমরা শুনেছি ভীমের সঙ্গে দুর্য্যোধনের যুদ্ধ হচ্যে।

চার্ব্বা। (হাস্য করিয়া) ভীম অনেকক্ষণ মরেছে। তার পর অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ হলো।

যুধি। কি আমার ভীম গেছে?

দ্রৌপ। হা নাথ কোথা গেলে?

কঙ্ক। আপনি কি কথা বল্‌লেন?

চার্ব্বা। এঁরা কে হঁা।

কঙ্ক। ইনি রাজা যুধিষ্ঠির, ইনি দ্রৌপদী।

চার্ব্বা। তবেত এঁদের শোনাওটা ভাল হয় নাই।

যুধি। (স্বগত) কি শুন্‌লেম। দুর্য্যোধন ভীমকে মেরে ফেলেছে? এটা কি—হতে পারে, ঋষিও যে মিথ্যা বল্‌বেন এওতো সম্ভবে না। (দ্রৌপদীর প্রতি প্রকাশে) প্রিয়ে! স্থির হও, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনি। (চার্ব্বাকের প্রতি) মহর্ষি কি বল্‌লেন—আমার ভীম নাই?

চার্ব্বা। না তবে আর ও কথায় কায নাই।

যুধি। বলুন্ না শুনি, প্রাণতো রাখবো না তা শোনায় হানি কি।

চার্ব্বা। (স্বগত) আমারও তাই উদ্দেশ্য। ভীম

মরেছে এটা আগে হৃৎ প্রত্যয় করে দেওয়া উচিত। (প্রকাশে) মহারাজ অপ্রিয় কথাটা বল্‌তে ইচ্ছা হয় না, আপনি আকিঞ্চন কচ্চোন তবে শুনুন্। প্রথমে ভীমেতে আর দুর্য্যোধনেতে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল, দুর্য্যোধন পরাস্ত হয় হয় এমনি সময় হঠাৎ বলদেব এসে দেখ্‌লেন তাঁর প্রিয়শিষ্য দুর্য্যোধনকে ভীম সংহার করেন, দেখে ক্রোধে আপনিই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ভীমকে বিনাশ করে অমনি চলে গেলেন।

যুধি। (সরোদনে) তবে আমার ভীম যথার্থই নাই, কি সর্ব্বনাশ হলো? ভাই ভীম কোথা গেলে?।

দ্রৌপ। (সরোদনে) হাঁ নাথ কোথা গেলে! তুমি আমার অপমানের জন্যেই কি প্রাণত্যাগ কর্‌লে। (পতিত হইয়া রোদন)।

কঞ্চু। (সকাতরে) কি সর্ব্বনেশে কথা শুনা গেল। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ শান্ত হৌন। (রাক্ষসের প্রতি) মহর্ষি আপনি মহারাজকে প্রবোধ দিন।

চার্ব্বা। (স্বগত) হাঁ প্রবোধ দিব বৈ কি। আগে একে মর্‌তে উপদেশ দিই। (প্রকাশে) মহারাজ! শান্ত হৌন, যদি প্রাণ পরিত্যাগ

কর্‌বেনই তবে অবশিষ্ট সকল কথা শুনুন্।

যুধি। বলুন্ কি বল্‌বেন।

চার্ব্বা। ভীম রণশায়ী হলে অর্জ্জুন অত্যন্ত শোকার্ত্ত হয়ে সেই ভীমের গদা নিলেন্ নিলে কৃষ্ণ অনেক বারণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। বল্‌লেন বরং সন্ধি করা যাউক, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। সে সকল কথা শুনে দুর্য্যোধন হাস্য করে বিদ্রূপ কর্‌তে লাগ্‌লো, সুতরাং অর্জ্জুন কৃষ্ণের কথা না শুনে যুদ্ধ আরম্ভ কর্‌লেন। অনেকক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ হলো, পরে দুর্য্যোধনের গদা প্রহারে অর্জ্জুনও একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়্‌লেন, তা দেখে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের শরীর রথে তুলে দ্বারকাভিমুখে চল্‌লেন। আমি—

যুধি। (সরোদনে) মহর্ষি আর কি বল্‌বেন, যা বল্‌বার তাই বলেছেন। হা কি সর্ব্বনাশ হলো, ভাই ভীম তুমি আমাদের জতুগৃহে রক্ষা করেছিলে, জরাসন্ধ, হিড়ম্ব, কীচক প্রভৃতি দৈত্য বধ করেছিলে। আমার আজ্ঞা সতত শিরোধার্য্য কর্‌তে। আমার অদৃষ্টেই তুমি গেলে। হায়! আমি কি কর্‌লেম! পাশাখেলায় সকল নষ্ট করলেম। ভাই

ভীম আমার নিমিত্ত তুমি কত ক্লেশ সহ্য করেছিলে, বিরাট রাজার দাস্যবৃত্তি করেছিলে, তাই বুঝি মনে ভেবে আমাকে পরিত্যাগ কর্‌লে?।

দ্রৌপ। নাথ! তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমার কেশ বন্ধন করে দিবে—তা ভাই ক্ষত্রিয় হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌লে।

যুধি। মা কুন্তি তোমার পুত্রের ব্যবহার দেখ্‌লে. আমি অনাথ রোদন কচ্চি, আমাকে ফেলে অনায়াসেই চলে গেল। (চার্ব্বাকের প্রতি) মহর্ষি? বলরাম ঠাকুর এসেই কি এই কর্ম্ম কর্‌লেন?।

চার্ব্বা। হাঁ মহারাজ, তিনি ভিন্ন অন্যের কি সাধ্য যে ভীমকে বিনাশ করে।

যুধি। হা অদৃষ্ট! (ঊর্দ্ধদিগে চাহিয়া) হাঁগো বলদেব, আমি তোমার কুটুম্ব, তোমার ভাই কৃষ্ণ, তিনি আবার অর্জ্জুনের বন্ধু, দুর্য্যোধন তোমার শিষ্য বটে কিন্তু ভীমওতো তোমার শিষ্য, তবে কেন তুমি আমার প্রতি বিমুখ হলে? আর তোমারই বা দোষ দিব কি, সকল আমার অদৃষ্টের দোষ।

দ্রৌপ। কৈ নাথ. দুর্য্যোধনের রক্ত হাতে মেখে

এসে আমার চুল বেঁধে দিবে বলেছিলে, এসে দেও। (সখীর প্রতি) কেমন সখি—তিনি এ প্রতিজ্ঞা করেন নাই? তা কৈ। আরো পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ এই মাত্র আমার চুল বাঁধবার আয়োজন কর্‌তে বলে পাঠালেন তা তাঁর কথাও কি মিথ্যা হবে, কখন হবে না। সখি তুমি উদ্যোগ কর, চুল বাঁধ্‌তে হবে, বিলম্ব করো না—এ কি আমি শোকে কি বল্‌চি কি কচ্চ্যি কেবল সময় নষ্ট কচ্চ্যি বৈ তো নয়। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ আমাকে শীঘ্র চিতা সাজাইয়ে দেও, আর তুমিও সেই শত্রুর নিকটে গিয়ে প্রাণত্যাগ করো। এ প্রাণ রেখো না—এ শোক কখনই সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।

যুধি। হাঁ প্রিয়ে যথার্থ বলেছ। (কঞ্চুকীর প্রতি) কঞ্চুকী ও কঞ্চুকী শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করে দেওতো, ইনি সেই চিতানলে শোকানল নির্ব্বাণ করুন্, আমাকেও ধনুর্ব্বাণ এনে দেও। অথবা আর ধনুর্ব্বাণে কায নাই, অর্জ্জুনত ভীমের গদা লয়েছিলেন আমিও তাই নিই গে।

চার্ব্বা। মহারাজ আপনিতো আর শত্রুজয়ের

ইচ্ছা করেন না, তবে আর সেখানে গিয়ে প্রয়োজন কি? যেখানে হয় প্রাণত্যাগ কর্‌লিইতো হয়।

কঞ্চু। (সক্রোধে) কি এতো মুনির মত কথা নয়!

চার্ব্বা। (সভয়ে) আমাকে জান্‌তে পেরেছে না কি। (প্রকাশে) না হে আমি তা বলিনি, বলি মহারাজ সেখানে গেলে যদি কোন অপমান হয় তাই বল্‌চি।

যুধি। আপনি ভাল বলেছেন, সেখানে আর যাওয়া কেন?

কঞ্চু। মহারাজ আপনি কি শোকে সামান্য লোকের মত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হলেন?

যুধি। না কঞ্চুকি, আমার ভীম রণশায়ী হয়েছে, আমি কি তাই স্বচক্ষে দেখ্‌তে যাবো। দেবি দ্রৌপদি তুমি পাঞ্চাল রাজার কন্যা, আমার অদৃষ্টে পড়ে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছ, তা এসো আমরা দুই জনেই অগ্নি প্রবেশ করি।

চার্ব্বা। হাঁ বাছা, তুমি ভরতকুলবধু স্বামিসহ চিতারোহণ করা তোমার উচিত বটে।

যুধি। কৈ? এখনো কেউ কাঠ এনে দিলে না।

দ্রৌপ। মহারাজ আপনিই আনো আর কে

আন্‌বে। হা নাথ! তোমরা নাই এখন আর আমাদের কথা কেই শোনে না।

যুধি। মহর্ষি আপনি তবে অনুগ্রহ করে যদি কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ এনে দেন।

চার্ব্বা। মহারাজ একর্ম্ম আমার উচিত নয়, আর এখানে থাক্‌তেও নাই, আমি চল্‌লেম। (উঠিয়া স্বগত) এই তো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো এখন অলক্ষিত রূপে চিতা প্রস্তুত করে দিয়ে পালাই। (প্রস্থান)

নেপথ্যে কলরব।

দ্রৌপ। মহারাজ চিতা আপনিই প্রস্তুত করে নেও, বড় গোলমাল শুন্‌চি, আবার অদৃষ্টে কি অপমান ঘট্‌বে।

যুধি। হাঁ আমি করি। তুমি মাকে কিছু বলে যাবে না?

দ্রৌপ। না আর কি বল্‌বো।

যুধি। (চেটীর প্রতি) বুদ্ধিমতি তুমি গে মাকে বোলো। মা তোমার ভীন আমা হতেই গেল, একথা আমি তোমাকে কি করে বল্‌বো এই নিমিত্ত আমি অগ্নি প্রবেশ কর্‌লেম। (কঞ্চুকীর প্রতি) কঞ্চুকী তুকি সহদেবকে বলো, ভাই সহদেব বয়সেই তুমি আমার চেয়ে

ছোট. বিদ্যা বুদ্ধিতে নও, আমি অগ্রে জন্মেছি বলে তুমি আমাকে এত মান্য কর্‌তে, তা আমার কথা তুমি অবশ্যই শুন্‌বে। আমি প্রাণত্যাগ কর্‌লেম তুমি করোনা। তুমি পিতার জলপিণ্ডস্থল হয়ে থেকো। আর নকুলকেও বোলো, নকুল আমি তোমাকে বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করেছি, তুমি আমার কখনই অবাধ্য নও, তুমি প্রাণত্যাগ করোনা, কালে আমাকে বিস্মৃত হতে পার্‌বে, যেখানে থাকো জ্ঞাতিদের বাড়িতেই থাকো যাদবদের কাছেই থাকো আর বনেই যাও, সাবধানে শরীর রক্ষা করো। যাও কঞ্চুকি আমার দিব্য আর বিলম্ব করো না।

কঞ্চু। (সরোদনে) হায় মহারাজ পাণ্ডু, তুমি কোথায়? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেব এই পাঁচ পুত্র তোমার, পরিণামে তাদের দশা এই হলো। (প্রস্থানোদ্যোগ)।

যুধি। কঞ্চুকী শোন আর একটা কথা বলে যাই। যদি অর্জুন বেঁচে থেকে শত্রুক্ষয়ই কর্‌তে পারেন, কিন্তু বলরামের সঙ্গে যেন আর বিরোধ না করেন—একথা তুমি অর্জুনকে অবশ্যই বোলো।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)।

যুধি। (অদূরে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া আহ্লাদে) এই যে অগ্নিঠাকুর আপনিই এসেছেন।

দ্রৌপ। মহারাজ আমি গিয়ে আগে পড়ি।

যুধি। না না দুজনেই একেবারে পড়্‌বো।

সখী। (সরোদনে) অগো অগ্নিঠাকুর ইনি রাজা যুধিষ্ঠির, রাজসূয় যজ্ঞে তোমাকে কত আহুতি দেছিলেন, এঁর ভ্রাতা অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করে তোমাকে তৃপ্ত করে ছিলেন, ইনি এক্ষণে শোকে তোমাতে পড়েন, এঁর মহিষী দ্রৌপদীও পড়েন। তুমি রক্ষা কোরো, হে ঠাকুর রক্ষা কোরো। মহারাজ পড়্‌বেন না পড়্‌বেন না।

যুধি। বুদ্ধিমতি বারণ করো না। আমার প্রতিজ্ঞা আছে আমি আর দেহধারণ কর্‌বো না।

দ্রৌপ। মহারাজ আর বিলম্ব কি, তোমার ভাই এতক্ষণে অনেক দূরে গেলেন।

যুধি। হাঁ যাই। এই দেখ প্রিয়ে আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচ্‌চে, বোধ হচ্চে যেন আমার ভীম বেঁচে আছে—কেন বল দেখি।

নেপথ্যে মহাশব্দ।

[কঞ্চুকীর প্রবেশ]।

কঞ্চু। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ সর্ব্বনাশ হলো! সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মেখে দেবী দ্রৌপদীকে অন্বেষণ কচ্চ্যে।

যুধি। (সবিষাদে) হা বিধাতঃ! এই অদৃষ্টে ছিল, ভাই অর্জ্জুন আমার এমন বিপদের সময় ভাই তুমি কোথা গেলে?

কঞ্চু। এ কি দুরাত্মা দুর্য্যোধন যে এ দিগেই আসচে কি হবে? দেবীকে যে অপমান করে।

দ্রৌপ। হায় আমার অদৃষ্টে কি হলো।

কঞ্চু। বুদ্ধিমতি তুমি শীঘ্র দেবীকে চিতার নিকটে নিয়ে যাও। [চেটীর প্রতি] বাছা! তুমি ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল সহদেবকে ডাকো—যাও যাও। হায় কি হলো! এখন ভীমার্জ্জুন নাই, মহারাজ শোকে ব্যাকুল, এখন দেবীকে কে রক্ষা করে।

নেপথ্যে।

অগো তোমরা ব্যাকুল হচ্যো কেন, দ্রৌপদী কোথা বলো। দুর্য্যোধন সভামধ্যে যাঁকে ইঙ্গিত কোরে ক্রোড়ে বসাতে চেয়েছিল, দুঃশাসন যাঁর কেশাকর্ষণ করে চুল খুলে দেছিল, সেই দ্রৌপদী, তাঁকে কি তোমরা জান না?

কঞ্চু। (সভয়ে) দেবি তোমার অদৃষ্টে কি হলো! কে রক্ষা করবে?

যুধি। (উঠিয়া) ভয় নাই, ভয় নাই, কে আছে রে ধনুক আন্। ওরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন, বাণে তোর গদা খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌বো—আয়্। ওরে কুলাঙ্গার, আমি তোর মত ভ্রাতৃশোকে প্রাণ ধারণ করবো না, তোকে সংহার করেই অগ্নিপ্রবেশ করবো। (বদ্ধ পরিকর হওয়া)

(রক্তে অভিষিক্ত ভীমের প্রবেশ)

ভীম। ও হে সৈন্যগণ, তোমাদের ভয় কি? আমি ভূতও নই, রাক্ষসও নই, আমি ক্ষত্রিয়, শত্রু সংহার করে—তার রক্ত মেখে এসেছি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবো—দ্রৌপদী কোথায় বলো?

কঞ্চু। (সসম্ভ্রমে) দেবি যাও যাও, শীঘ্র চিতাতে পড়ো গে।

দ্রৌপ। (উঠিয়া) হায় কি হলো, আমাকে তোমরা চিতায় ফেলে দিলে না! দুরাত্মা স্পর্শ করে যে।

যুধি। কৈ কেউ ধনুক এনে দিলে না, দূর হৌক ধনুকে প্রয়োজন নাই হাততো আছে, দুরাত্মাকে ধরে আগুনে ফেলে দিই। (তৎ কার্য্যে উদ্যত)

কঞ্চু। দেবি! চুলগুলো মুখে পড়্‌চে তাতেই পথ দেখ্‌তে পাও না? তা আর ত সে আশা নাই, এখন আপনি চুলগুলো জড়িয়ে আগুনে গে পড়ো।

যুধি। না না, দুর্য্যোধন নিধন হয় নাই, তুমি ক্ষত্রিয়কন্যা কেশবন্ধন করো না।

ভীম। (সহাস্যবদনে) প্রিয়ে আমি বেঁচে থাক্‌তে স্বহস্তে কেশ বন্ধন কেন কর্‌বে?

(ভয়ে দ্রৌপদীর পলায়ন)

দাঁড়াও দাঁড়াও ভয় নাই ভয় নাই। (কেশ ধারণ চেষ্টা)

যুধি। (ভীমকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া) ওরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন কোথা যাস্।

ভীম (সবিস্ময়ে) একি, মহারাজ আমাকে দুর্য্যোধন জ্ঞান করে ধর্‌লেন! মহারাজ ক্ষমা করুন্ আমি দুর্য্যোধন নই।

কঞ্চু। (দেখিয়া সহর্ষে) একি, এ যে কুমার ভীমসেন! মহারাজ এ দুর্য্যোধন নয়, কুমার ভীমসেন।

চেটী। (দেখিয়া আহ্লাদে) দেবি ভয় নাই ভয় নাই। এ শত্রু নয়, কুমার ভীমসেন, প্রতিজ্ঞা

পূর্ণ কর্‌বেন বলে তোমার চুল বেঁধে দিতে এসেছেন।

দ্রৌপ। কেন সখি আর আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দেও।

যুধি। (কঞ্চুকীর প্রতি) কেমন কঞ্চুকী, সত্যই কি এ ভীম এ আমার শত্রু দুর্য্যোধন নয়?

কঞ্চু। না মহারাজ, দুর্য্যোধন নয়, কুমার ভীমসেন দুর্য্যোধনকে বধ করে তার রক্ত মেখে এসে-ছেন—তাই চিন্তে পারা য়ায় নাই।

ভীম। মহারাজ, আর কি সে দুরাত্মা দুর্য্যোধন আছে? তাকে নিধন করে তার রক্ত এই রক্ত-চন্দনের ন্যায় শরীরে মেখে আমি এসেছি।

যুধি। ভাই ভীম, আহ্লাদে আমার নয়নে জল-ধারা পড়্‌চে দেখ্‌তে পাচ্যি নে, তুমিই কি আমার ভীম? তুমি কি বেঁচে আছ? অর্জ্জুন আমার বেঁচে আছে?

ভীম। হাঁ মহারাজ, আমরা সকলেই বেঁচে আছি, শত্রুকুলও ক্ষয় হয়েছে আর ভাবনা নাই।

যুধি। ভাই, এখন শত্রুজয় করা থাক, সত্য বল তুমিই কি আমার ভীম, তুমিই বকরাক্ষস বধ করেছ?

ভীম। হাঁ মহারাজ আমিই সেই।

যুধি। তুমিই জরাসন্ধের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে-ছিলে?

ভীম। হঁা মহারাজ, আমাকে একবার ছেড়ে দিন্।

যুধি। কেন আর কি কিছু বাকী আছে ভাই?

ভীম। প্রধান কর্ম্মই বাকী, এই দুর্য্যোধনের রক্ত গায়ে শুকুতে না শুকুতেই দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করে দিতে হবে।

যুধি। তবে যাও ভাই, দুঃখিনী দ্রৌপদীর বেণী সংহার হৌক। (পরিত্যাগ)

ভীম। (দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া) প্রিয়ে এই তো-তোমার শুভাদৃষ্টে শত্রুকুল ক্ষয় করে এলেম্।

দ্রৌপ। (সভয়ে উঠিয়া) নাথ—এস এস।

ভীম। (সহাস্যমুখে) আমাকে দেখে কি তোমার ভয় হয়েছে, চিন্‌তে পার না? ভয় নাই। দুঃশা-সন তোমার কেশাকর্ষণ করেছিল, তার রক্ত পান করা হয়েছে, দুর্য্যোধন তোমাকে উরুতে বসাতে চেয়ে ছিল, এই তার উরু চূর্ণ করে তার রক্ত মেখে এলেম্। (চেটীর প্রতি) কৈ সে ভানুমতী এখন কোথায়? সে বড় পরিহাস করেছিল না? (দ্রৌপদীর প্রতি) প্রিয়ে মনে পড়ে কি? আমি বলেছিলাম

দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করে তোমার মনোদুঃখ দূর কর্‌বো।

দ্রৌপ। হাঁ নাথ এখন তাই যথার্থই কর্‌লে।

ভীম। তবে চুল বাঁধ এখন।

দ্রৌপ। (সহাস্যবদনে) অনেক দিন বাঁধিনি ভুলে গিছি তুমি বেঁধে দেও। (ভীম দ্রৌপদীর বেণী স্পর্শ করিলে সখী বন্ধন করিয়া দিল)

যুধি। (দেখিয়া পরমাহ্লাদে) এই যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে করে আস্‌চেন।

[কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ]

কৃষ্ণ। মহারাজের জয় হউক।

যুধি। এস এস ভাই এস, তুমি যার সহায় তার জয় না হবে কেন? তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, পরমাত্মা জগদীশ্বর, তোমাকে ক্ষণকাল চিন্তা কর্‌লে কোন দুঃখই থাকে না, আর আমরাতো সর্ব্বদা তোমাকে নয়নে দেখ্‌চি আমাদের দুঃখ কেন থাক্‌বে ভাই?

অর্জ্জুন। মহারাজ প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

যুধি। এস ভাই এস। (আলিঙ্গন)

কৃষ্ণ। মহারাজ ব্যাস, বাল্মীকি, পরশুরাম, জাবালি প্রভৃতি মহামুনিগণ মহারাজকে

রাজ্যাভিষিক্ত কর্‌তে আস্‌চেন, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য সেনাপতিরা রাজ্যাভিষেক সামগ্রী সংগ্রহ করে আন্‌চেন, আমি শুন্‌লেম চার্ব্বাক রাক্ষস মুনিবেশ ধারণ করে এসে মহারাজকে প্রতারণা করেছে, শুনেই অর্জ্জুনকে লয়ে সত্বর এলেম।

যুধি। (সবিস্ময়ে) কি দুর্য্যোধনের সখা সেই চার্ব্বাক রাক্ষস এসেছিল! সে দুরাত্মা এখন কোথায়?।

কৃষ্ণ। পথে নকুল তাকে ধরেছে।

যুধি। বটে, ভাল হয়েছে, বিপৎকালে যেমন সকল বিপদ ঘটে, তেমনি সম্পৎকালে সকল সম্পদই ঘটে ওঠে।

[মুনিগণের প্রবেশ]

(সকলে একত্র হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক করিলেন, মাঙ্গলিক নৃত্য গীত। স্বর্গ হইতে দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি।)

কৃষ্ণ। মহারাজ আজ্ঞা করুন্ আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য কর্‌বো।

যুধি। ভাই কৃষ্ণ, তুমি যার প্রতি প্রসন্ন তার কি না করে থাক, আর না কর্‌বেনই বা কি?

আমার সকল শত্রু ক্ষয় হলো, আমাদের পাঁচটী ভায়ের কোন অনিষ্ট হলো না, আমার দুর্ব্বুদ্ধিতে দ্রৌপদীর যে দুর্দ্দশা ঘটেছিল, তাও গেল, আর কি প্রার্থনা কর্‌বো? তবে বরং এই প্রার্থনা করি, দাতালোক দীর্ঘজীবী হৌন, তোমাতে সকলের ভক্তি থাক, সজ্জনেরা পণ্ডিতের গুণ গ্রহণ করুন, রাজা নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন করে সুখী হৌন্।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মপথে থাক্‌লে তাই হবে।

(যবনিকা পতন)

সমাপ্ত।
